Volume No. 31, Issue No.: 99 • Kolkata, Wednesday, 11 March 2026 দুরন্ত বার্তা কলকাতা, ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২, বুধবার, ১১ মার্চ ২০২৬

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রদের ক্ষমতায়ণ

পি এম আবাস যোজনার আওতায় ৫২ লক্ষ বাড়ি বাস্তব করেছে নিজ মালিকানাধীন বাড়ির স্বপ্ন

সৌভাগ্য যোজনার আওতায় ১০০% বাড়ি বিদ্যুতায়িত, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

প্রায় ১ কোটি নলবাহিত জলের সংযোগ এবং ১.২ কোটির বেশি উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ প্রতিদিনের জীবনে এনেছে মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য এবং ধোঁয়াহীন রান্নাঘর

৬ কোটির বেশি মানুষ প্রতি মাসে বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন, পি এম গরীব কল্যাণ অন্ন যোজনায়, নিশ্চিত খাদ্য নিরাপত্তা

৫.৫ কোটির বেশি জন ধন অ্যাকাউন্ট আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার বিস্তার ঘটিয়েছে

১.৫ কোটির বেশি মানুষ এসেছেন পি এম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনার আওতায়, প্রসারিত হয়েছে বীমার সুরক্ষা

পি এম সুরক্ষা বীমা যোজনার আওতয় এসেছেন ৩.৪ কোটির বেশি মানুষ এবং প্রায় ৬৫ লক্ষ মানুষ অটল পেনশন যোজনার আওতায়, দুর্ঘটনা বীমা এবং আর্থিক নিরাপত্তা শক্তিশালী হয়েছে

জীবিকা ও আত্মনির্ভরতার সহায়তা দেওয়া হচ্ছে ২.৫ লক্ষে পথবিক্রেতাকে পি এম স্বনিধি যোজনার আওতায়

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্কল্প

CBC 01101/13/0031/2526

''পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ণের জন্যে ভারত সরকারের অব্যাহত প্রয়াস রাজ্যের উন্নততর ভবিষ্যতের ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে।''

-প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিল ৮টি পরিবার, ধূপগুড়িতে বিধায়কের উপস্থিতিতে যোগদান

ধূপগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ ভোটের আগে রাজনৈতিক দলবদলের ঘটনা অব্যাহত। গত সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি মহকুমার বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি সহ অন্যান্য দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল ৮টি পরিবার। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখানে নবাগতদের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং এবং প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীনেশ মজুমদার সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁদের হাত ধরেই এদিন পরিবারগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে।দলীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অনুপ্রাণিত ইয়েই এই পরিবারগুলি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।এদিন বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায় নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, সাধারণ মানুষের আস্থা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি ক্রমশ বাড়ছে। আগামী দিনে উন্নয়নের কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি। অন্যদিকে এই যোগদানের ফলে এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে।

মশা তাড়ানোর ধূপ থেকে আগুন, তামিলনাড়ুতে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু

চেঙ্গালপাট্টু, ১০ মার্চ ঃ তামিলনাড়ুর চেঙ্গালপাট্টু জেলায় মশা তাড়ানোর ধূপ থেকে লাগা আগুনে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে চেঙ্গালপাট্টু জেলার কুদনচেরির কান্নিভাক্কাম এলাকায়। মঙ্গলবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কুদনচেরির কান্নিভাক্কাম এলাকার বাসিন্দা পার্থিবান (৩৩) সোমবার রাতে পরিবারের সঙ্গে ঘুমানোর আগে মশা তাড়ানোর ধূপ জ্বালিয়ে রাখেন। পরে সেখান থেকেই আগুন লাগে এবং বাড়ির ভিতরে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক অনুমান, ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে পার্থিবান, তাঁর স্ত্রী জয়চিত্রা (২৯) এবং আড়াই বছরের মেয়ে জয়শ্রীর মৃত্যু হয়। ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।মঙ্গলবার ভোরের দিকে বাড়ি থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে প্রতিবেশীরা দমকল বিভাগ ও পুলিশকে খবর দেন। দমকলকর্মীরা এসে বাড়ির দরজা ভেঙে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এদিন পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য চেঙ্গালপাট্টুর সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ডাম্পার ও ট্রাকের সংঘর্ষ, জখম দুই

উত্তর ২৪ পরগনা, ১০ মার্চঃ মঙ্গলবার সকালে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে কাঁচরাপাড়ামুখী লেনে একটি বালি বোঝাই ডাম্পার ও ফল বোঝাই ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছু ক্ষণ বন্ধ থাকে রাস্তা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসুদেবপুর থানা এলাকায় কালীতলা মোড়ের কাছে একটি ডাম্পারের পিছনে দ্রুত গতিতে যাওয়া ফলবোঝাই ট্রাকটি ধাক্কা মারে। এর অভিঘাতে ডাম্পারটি রেলিং ভেঙে সার্ভিস রোডে চলে আসে। ট্রাকের ডালা ভেঙে সব ফল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ট্রাকটির চালক ও খালাসি জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

এসআইআর ইস্যুতে রাজ্যসভায় হট্টগোল, ওয়াকআউট বিরোধীদের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে মঙ্গলবার বিরোধীদের হট্টগোলের সাক্ষী থাকলো রাজ্যসভা। এই ইস্যুতে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় এরপরেই বিরোধীরা ওয়াকআউট করে। এদিন সকাল ১১টায় রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হয়। জিরো আওয়ারে বিরোধীরা এসআইআর ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানায়। রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বেশ কয়েকটি রাজ্যের সাম্প্রতিক এসআইআর নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এই প্রক্রিয়াটিকে ভুয়ো বলেও অভিহিত করেন খাড়গে। তিনি বলেন যে এটি ভোটার তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এবং অনেক বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তিনি সরকারের থেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্যর দাবি জানান। পাশাপাশি, এই প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনার দাবি জানান।বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা বিরোধীদের অভিযোগ খারিজ করে বলেন, পূর্ববর্তী অধিবেশনে নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে ইতিমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করার অভিযোগ এনে বলেন, বারবার এই ধরনের বিষয় উত্থাপন করা উপযুক্ত নয়। বিরোধীরা সংসদের ভেতরে প্রকৃত বিতর্ক চায় না, বরং তারা বারবার হট্টগোল করে সংসদের কার্যক্রম ব্যাহত করে। নাড্ডা বিরোধীদের ওয়াকআউটের সমালোচনা করে এও বলেন, সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে বিরোধীরা আবারও প্রমাণ করলো তারা অর্থবহ আলোচনা চায় না। বিরোধীদের মনোভাব দায়িত্ব জ্ঞানহীন। তারা নৈরাজ্যে বিশ্বাস করে।

হরমুজ প্রণালী নিরাপদ থাকবেঃডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন(বিশ্ব সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃ হরমুজ প্রণালী নিরাপদ থাকবে, এমনটা দাবি করলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, হরমুজ প্রণালী নিরাপদ থাকবে। সেখানে আমাদের অনেক নৌবাহিনীর জাহাজ আছে। আমাদের কাছে বিশ্বের সেরা সরঞ্জাম রয়েছে, যারা মাইন পরীক্ষা করে। তাদের বেশিরভাগ জাহাজ সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের এত জোরে আঘাত করব যে, তাদের বা অন্য কারও পক্ষে পৃথিবীর সেই অংশ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না, যদি তারা কিছু করেও। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, দাম কমানোর জন্য আমরা তেল-সম্পর্কিত কিছু নিষেধাজ্ঞাও মকুব করছি। কিছু দেশের উপর আমাদের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেই নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রত্যাহার করব। কিন্তু যখন সময় আসবে, প্রয়োজনে মার্কিন নৌবাহিনী এবং তার অংশীদাররা প্রণালী দিয়ে ট্যাঙ্কারগুলিকে পাহারা দেবে। আমি আশা করি এর প্রয়োজন হবে না। ইরান প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, আমরা জয়ী হয়েছি কিন্তু যথেষ্ট নয়।নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানান, যদি ইরান এমন কিছু করে যা হরমুজ প্রণালীতে তেলের প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, তাহলে তারা এখনও পর্যন্ত যতটা আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে বিশ গুণ বেশি আঘাত হানবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। উপরন্তু, আমরা সহজেই ধ্বংসযোগ্য চালাবো, ফলে ইরানের জন্য আবারও একটি দেশ হিসেবে গড়ে ওঠা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে - মৃত্যু, আগুন এবং ক্রোধ তাদের উপর রাজত্ব করবে - তবে আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি এটি যেন না ঘটে!

লোকসভার স্পিকার পদ থেকে ওম বিড়লাকে অপসারণের দাবিতে আলোচনা শুরু

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ লোকসভায় ক্ষমতাসীন দলের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগে ওম বিড়লাকে স্পিকারের পদ থেকে অপসারণের দাবিতে বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হল মঙ্গলবার। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সময় কে সভার সভাপতিত্ব করবেন তা নিয়ে বিতর্ক হয়। তার মধ্যেই কংগ্রেস সাংসদ মোহাম্মদ জাভেদ স্পিকারের পদ থেকে বিড়লাকে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিস পড়ে শোনান। সাংসদ কে সুরেশ এবং মাল্লু রবিও ওই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই নিয়ে স্পিকারের আসনে থাকা জগদম্বিকা পাল ভোট দেওয়ার নোটিস দেন এবং কমপক্ষে ৫০ জন সংসদ সদস্যকে তার সমর্থনে দাঁড়াতে বলেন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উঠে দাঁড়ানোর পরে নোটিসটি গৃহীত হয়। আলোচনার জন্য ১০ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হাইকোর্টই নেবে, রাজ্যের আর্জি ফেরাল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। এসআইআর মামলায় এমনই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য সরকারের হয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। সেই আবেদনের ভিত্তিতে শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। কেন এ ধরনের আবেদন করা হল, তা নিয়ে বিরক্তিঃপ্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। রাজ্যের আইনজীবী মেনকার উদ্দেশে তিনি বলেন, ' বিচারবিভাগীয় আধিকারিকেরা কাজ করছেন। এসআইআরের তদারকিতে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন না।'' এই নির্দেশের অন্যথা হলে জরিমানা হতে পারে বলেও জানায় শীর্ষ আদালত। যদিও মেনকা জানান, তাঁরা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলছেন না।

সুখবর, কুনো উদ্যানে পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছে জ্বালা

চিতা শাবকের জন্ম - ভারতের চিতা সংরক্ষণ যাত্রায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে পারে বলে জানান।

ভোপাল, ১০ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে নামিবিয়া থেকে আনা চিতা জ্বালা পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছে, যার ফলে ভারতে মোট চিতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৩। গত সোমবার কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব এই কথা ঘোষণা করেছেন। একই পার্কে গামিনী চিতা কিছু দিন আগে চারটি শাবকের জন্ম দিয়েছিল।ভূপেন্দ্র যাদব জানান, প্রজেক্ট চিতার জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত, নামিবিয়ার চিতা জ্বালা কুনো জাতীয় উদ্যানে পাঁচটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। এই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জন্ম নেওয়া চিতা শাবকের সংখ্যা ৩৩-এ পৌঁছেছে, যা ভারতের মাটিতে ১০-তম সফল

আলুর ন্যায্য দাম চেয়ে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ সপা সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ আলুর ন্যায্য দাম চেয়ে মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখালেন সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সাংসদরা। এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে দলের সাংসদ ডিম্পল যাদব বলেন, ফারুখাবাদ, কনৌজ, মৈনপুরী এবং আশেপাশের সমস্ত এলাকায় যেখানে আলু চাষ করা হয়, সেখানে এখন কৃষকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে। কৃষকরা তাদের আলুর দাম পাচ্ছে না তারা দুর্দশাগ্রস্ত। বিজেপি সরকার কৃষকদের দুর্দশা বুঝতে পারছে না। আমরা আমাদের কৃষকদের পাশে আছি।গ্যাসের দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ডিম্পল বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ছে, এবং সরকার শক্তির প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা দেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই সরকার আমেরিকার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে।

কালীঘাটে বিক্ষোভ ঘিরে বিতর্ক, গণতন্ত্রে প্রতিবাদের অধিকার সবার-মন্তব্য সুব্রত গুপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ১০ মার্চ ঃনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে কালীঘাট মন্দির চত্বরে ঘটে যাওয়া এক ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সফরকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে প্রতিবাদ করার অধিকার সকলেরই রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে আসন্ন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে।গত সোমবার সকালে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে থাকা এই ব্যক্তিত্বের সফর ঘিরে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও কৌতূহল ছিল যথেষ্ট। তবে মন্দির চত্বরে পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি হঠাৎই কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। একদল বিক্ষোভকারী সেখানে জড়ো হয়ে কালো পতাকা প্রদর্শন করতে শুরু করে এবং ' গো ব্যাক' স্লোগান তুলতে থাকে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠলেও নিরাপত্তারক্ষী ও প্রশাসনের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও সুব্রত গুপ্ত বিষয়টিকে গণতান্ত্রিক পরিসরের মধ্যেই দেখার আহ্বান জানিয়েছেন। কালীঘাট মন্দিরে প্রার্থনা শেষে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার রয়েছে এবং সেটি স্বাভাবিক বিষয়। তাঁর মতে, মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সেই অধিকারকে সম্মান করা উচিত। তবে একই সঙ্গে তিনি এ কথাও স্পষ্ট করেছেন যে নির্বাচন

পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রশাসন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর।কালীঘাটে পুজো দেওয়ার সময় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়েও মন্তব্য করেন। সুব্রত গুপ্ত জানান, মন্দিরে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রার্থনা করেছেন যাতে আগামী নির্বাচন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর কথায়, নির্বাচন একটি বড় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে সকল পক্ষের সহযোগিতা অপরিহার্য।এই প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, নির্বাচনকে ঘিরে প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন বৈঠকও নির্ধারিত রয়েছে। সুব্রত গুপ্ত বলেন, আজ এবং ধারাবাহিকভাবে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিক, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা, সংবাদমাধ্যমের সদস্যরা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এই বৈঠকগুলিতে নির্বাচন পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং ভোটগ্রহণের সময় কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন এবার বিশেষভাবে সতর্ক রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কমিশন চাইছে যাতে ভোটের সময় কোথাও কোনও ধরনের অশান্তি না ঘটে। সেই লক্ষ্যেই প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সুব্রত গুপ্তর বক্তব্য থেকেও স্পষ্ট যে কমিশন নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ করতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মানেই এক ধরনের তীব্র রাজনৈতিক লড়াই। প্রতিটি ভোটেই এখানে রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। ফলে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসে, ততই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সফর এবং তার সঙ্গে যুক্ত বিক্ষোভের ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।তবে সুব্রত গুপ্তর বক্তব্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়েছে। তিনি যেমন মানুষের প্রতিবাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার দিকেও জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্রে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ যেন শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক পথে প্রকাশ পায়, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কালীঘাট মন্দিরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের আগমনকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। অনেকেই দূর থেকে তাঁকে দেখতে জড়ো হয়েছিলেন। অন্যদিকে বিক্ষোভকারীদের উপস্থিতি সেই শান্ত পরিবেশে সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।এই ঘটনার পর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও আলোচনা শুরু হয়েছে যে নির্বাচনের আগে এই ধরনের প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। কেউ কেউ মনে করছেন, এটি কেবল রাজনৈতিক অসন্তোষের প্রকাশ, আবার কেউ মনে করছেন এর মাধ্যমে নির্বাচনী পরিবেশের একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।তবে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। তাদের লক্ষ্য একটাই-ভোট যেন সম্পূর্ণ অবাধ, সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সুব্রত গুপ্তর বক্তব্যেও সেই বার্তাই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, নির্বাচন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার মর্যাদা বজায় রাখা সবার দায়িত্ব।আগামী কয়েকদিনের বৈঠকগুলিতে প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গেছে। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ভোটকেন্দ্রের প্রস্তুতি, পর্যবেক্ষক নিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের আশা, সকল পক্ষের সহযোগিতায় নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।কালীঘাটের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়েছে, তেমনি গণতান্ত্রিক অধিকার ও নির্বাচনী শৃঙ্খলা নিয়ে নতুন করে আলোচনারও সুযোগ তৈরি হয়েছে। সুব্রত গুপ্তর মন্তব্য সেই আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করেছে। তাঁর বক্তব্যে যেমন গণতন্ত্রের মৌলিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ রাখার প্রত্যয়ও স্পষ্ট হয়েছে।সব মিলিয়ে কালীঘাটের ঘটনাটি এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুই ক্ষেত্রেই আলোচনার কেন্দ্রে। তবে নির্বাচন কমিশনের তরফে বারবারই বলা হচ্ছে, গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বজায় রেখেই ভোট সম্পন্ন করা হবে। আর সেই লক্ষ্যেই প্রশাসন এখন প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত।

বুধবার কেরল ও তামিলনাড়ু সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার, ১১ মার্চ কেরল ও তামিলনাড়ু সফরে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী কেরলের এর্নাকুলামে প্রায় ১০,৮০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও দেশকে উৎসর্গ করবেন। কেরল থেকে প্রধানমন্ত্রী যাবেন তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে প্রায় ৫,৬৫০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও দেশকে উসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রীর কেরল সফর ঃভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের কোচি রিফাইনারিতে পলিপ্রোপিলিন ইউনিটের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী দু'টি প্রধান মহাসড়ক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, এগুলি হল - জাতীয় সড়ক-৬৬-এর থালাপাডি-চেঙ্গালা অংশের ছয় লেনের নির্মাণ এবং ভেঙ্গালাম থেকে রামানাট্টুকারা পর্যন্ত কোঝিকোড় বাইপাসের ছয় লেনের নির্মাণ। কেরলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় নির্মিত ২৩টি গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধনও করবেন প্রধানমন্ত্রী।

দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করে ওমর আব্দুল্লাহকে জন্মদিনের শুভকামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওমর আব্দুল্লাহর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।ওমর আব্দুল্লাহ ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, এর আগে তিনি ২০০৯ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত এই পদে আসীন ছিলেন। জম্মু কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স (জেকেএনসি)-এর একজন বরিষ্ঠ নেতা, তিনি সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন, রাজনীতিতে তাঁর পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করেন।

সংসদ চত্বরে জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এখন পশ্চিমবঙ্গ সফরে। আর ঠিক এই সময়ে দিল্লিতে সংসদ চত্বরে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রাখল পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) পরে যে সব ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে লাগাতার আক্রমণ করে চলেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার সকালে সংসদ চত্বরে ' ভ্যানিশ কুমার' এবং ' চিফ ইলেকশন চোর' প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষকে।

বিভিন্ন রাজ্যের সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১০ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরল, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ এবং পঞ্জাবের সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণণ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবেগৌড়া, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন-সহ অন্যান্য বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজ্যের সাংসদ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিভিন্ন সময়ে পৃথক রাজ্যের সাংসদদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

প্রয়াত প্রবীণ সাংবাদিক প্রভাস পাল

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা, হুগলিঃ হুগলির চন্ডীতলার মসাট থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক সংবাদপত্র চন্ডীতলা সংবাদের, সম্পাদক প্রভাস পাল প্রয়াত হয়েছেন, মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর, তিনি স্ত্রী দুই কন্যা ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। তিনি একটানা ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে বর্তমানে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আঞ্চলিক পত্রিকা গুলিকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তার উৎসাহ ছিল প্রভূত। তিনি সাংবাদিকতার সাথে ফটোগ্রাফিতে ও মনোনিবেশ করেছিলেন। হুগলি জেলার পুরাকৃত্তি দেব দেউল নিয়ে তার মূল্যবান ছবি জনমানষে প্রভাব ফেলেছিল। পুরা কীর্তি নিয়ে সেই সমস্ত মূল্যবান ছবি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গর হুগলি জেলা সংখ্যায় প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী হলেও একজন পারদর্শী সংগঠক ছিলেন, তারই সম্পাদনায় মশাটে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল হুগলি মেলা, মেলাটি হুগলি জেলার লোক উসব নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। তিনি চন্ডীতলার ইতিবৃত্ত নিয়ে বই প্রকাশ করেন যে বইটিতে চন্ডীতলা এলাকার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সামাজিক কাজেও তার অকুণ্ঠ সহযোগিতা লক্ষ্য করা গেছে, তিনি মশাটে বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।তার অমায়িক ব্যবহার মানুষ চিরকাল মনে রাখবে। প্রবীণ এই সাংবাদিকের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের সামাজিক জীবন খুব সক্রিয় থাকবে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। শুভদিন।
বৃষঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের মনে কিছু নতুন ধারণা আসবে, যা আপনার সাবধানে বিবেচনা করা উচিত। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার জন্য এটি সঠিক সময়। দলবদ্ধ ভাবে কাজ করলে বড় সাফল্যের দিকে পরিচালিত হতে পারে। অর্থ ব্যয়।
কর্কট রাশি ঃ আপনি শরীরচর্চার মাধ্যমে আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আপনি যদি একটি মসৃণ জীবনযাপন করতে চান এবং জীবনযাত্রার একটি স্থিতিশীল মান বজায় রাখতে চান তবে আপনার আর্থিক সম্পর্কে আপনার আজ মনোযোগী হওয়া দরকার। শুভদিন
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার সম্পর্কের মধ্যেও মধুরতা বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে। কাজের সুযোগ আছে আজ
কন্যাঃ আজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন। বিবাহের যোগ।
তুলাঃ জাতক জাতিকারা ব্যবসা এবং চাকরির ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত দিকে মনোযোগ দিন। এই সময় আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল লাভের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।
বৃশ্চিকঃআপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের দিনে আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়সঙ্কটের দিন। সন্তান হতে পারে আজকে।
ধনুঃজাতক জাতিকাদের সম্পর্কগুলি স্নেহ এবং বোঝাপড়ায় পূর্ণ হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে
মকরঃখাওয়া এবং পান করার সময়ে সাবধান হোন। অসাবধানতা আপনাকে অসুস্থ করতে পারে।
কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক দিন হবে। এটি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর ভাল সময়। তাদের সমর্থন এবং ভালবাসা আপনাকে নতুন শক্তি দেবে। সামান্য কথোপকথন বা সামাজিকীকরণ আপনার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে পারে।
মীনঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। বিবাহের যোগ হবে। কাজের সুযোগ আসতে পারে

আবহাওয়া

উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা বৃষ্টি হবে বুধবার পর্যন্ত। তারপরই বৃষ্টি থেমে বাড়বে গরম। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উভয় তাপমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৬-৭ দিনে তাপমাত্রার তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একইভাবে দক্ষিণবঙ্গেও (দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলি) আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। তারপরের ৩ দিনে বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজ্যের অনেক জেলার আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৪ ডিগ্রি বেশি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবারের পর থেকে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবারের মধ্যে দক্ষিণের জেলাগুলিতে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে সপ্তাহ জুড়ে চলতে পারে বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টি। তবে বৃষ্টি হবে হালকা থেকে মাঝারি। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৩শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬০ শতকরা হতে পারে।বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জানি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৩মিনিট এবং ১০ রাত ৫৩টা। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫২মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৩মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪১মিনিটে হতে পারে।

পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 99 Wednesday, 11 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯৯ সংখ্যা ❋ ২৬ ফাল্গুন ১৪৩২, বুধবার, ১১ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটের আগে মমতার দফতর বেড়ে গেল!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চঃ রাজ্যে বিধান নির্বাচনের আর বেশি দিন বাকি নেই। ভোট ঘোষণা হবে হবে করছে। তার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দফতর বেড়ে গেল। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে মন্ত্রী মলয় ঘটকের আইন দফতর নিজের হাতে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের স্মৃতি খুবই দুর্বল। তাই মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, ক'দিন আগেই অরূপ বিশ্বাসের ক্রীড়া দফতর নিজের হাতে নিয়েছিলেন মমতা। মেসির কলকাতা সফরে যুবভারতী স্টেডিয়ামে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, বকলমে সে দায় ঘাড়ে নিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা

দিয়েছিলেন অরূপ। এবার নবতম সংযোজন হলেন মলয় ঘটক। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে মন্ত্রী তাঁর আইন দফতরও নিজের কাছে রাখলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সূত্রের খবর, বার কাউন্সিলের ভোটাভুটি শুরু হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপর রেগে যান। কারণ, তাঁর কাছে অভিযোগ ছিল যে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীকে হাওয়া দিচ্ছেন মলয়। এই কারণে গত ২ তারিখই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে মলয়কে আর রাখা যাবে না। সে কথা চাপা থাকেনি। আজ, অর্থাৎ মঙ্গলবার শেষমেশ বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলে দেওয়া হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই থাকবে আইন দফতর। মলয়বাবু আপাতত শুধুমাত্র শ্রম দফতরের পূর্ণমন্ত্রী হিসেবেই কাজ চালিয়ে যাবেন। পাশাপাশি বাবুল সুপ্রিয়র দফতরও নিজের হাতে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স দফতরের মন্ত্রী হিসেবে বাবুল সুপ্রিয়র পারফরম্যান্স নজরকাড়া হলেও, প্রযুক্তিগত কারণে তাঁকে এই দায়িত্ব ছাড়তে হয়েছে। কারণ, সম্প্রতি বাবুল সুপ্রিয় তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি একই সঙ্গে সাংসদ পদ এবং রাজ্য সরকারের মন্ত্রিত্ব বা লাভজনক পদে থাকতে পারেন না। এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন থেকে যে দফতরগুলি সামলাবেন, তার মধ্যে রয়েছে-স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক, কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, আইন ও বিচার বিভাগ।

এসআইআর নিয়ে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

আপিল শুনতে তৈরি হবে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চঃ ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়ে দিল, যেসব আবেদন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাতিল হয়েছে, সেগুলির আপিল শুনতে একটি বিশেষ অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। সেই ট্রাইব্যুনালের নেতৃত্বে থাকবেন একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর সঙ্গে থাকবেন প্রাক্তন বিচারপতিরা। শীর্ষ আদালত এদিন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই ট্রাইব্যুনালের যাবতীয় ব্যয় বহন করবে নির্বাচন কমিশন। তবে এদিন শুনানির সময়ে প্রধান বিচারপতি যা বলেছেন তা যারপরনাই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধান বিচারপতি বলেন, ''এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে গেছি যেখানে দুই পক্ষের সদিচ্ছা নিয়েই সন্দেহ তৈরি হচ্ছে।'' তবে সুপ্রিম কোর্ট এও জানায়, এর নিষ্পত্তি দেখেই ছাড়বে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট আরও জানায়, জুডিশিয়াল অফিসাররা ইতিমধ্যেই বিপুল চাপের মধ্যে কাজ করছেন। শীর্ষ আদালতকে জানানো হয়েছে যে ইতিমধ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৪ হাজার আবেদন বাতিল হয়েছে, যার ফলে আপিলের সংখ্যা বিপুল হতে পারে। এহেন পরিস্থিতি আইনজীবী গোপাল

এস আদালতকে বলেন, ''যদি সব আপিল হাইকোর্টে যায়, তাহলে আদালতের উপর বিশাল চাপ পড়বে। সুতরাং এর একটা বিহিত বন্দোবস্ত করা দরকার।'' এই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম কোর্ট একটি নতুন ব্যবস্থা প্রস্তাব করে। আদালত নির্দেশ দেয়-একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে। তাঁর সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক প্রাক্তন বিচারপতি থাকতে পারেন। ট্রাইব্যুনালের সদস্য সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ানো যাবে। পুরো খরচ বহন করবে নির্বাচন কমিশন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে এই দায়িত্ব নিতে আগ্রহী প্রাক্তন বিচারপতিদের নাম সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। এদিন জুডিশিয়াল অফিসারদের কাজের প্রশংসাও করে সুপ্রিম কোর্ট। আদালতে জানানো হয়, তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করা হচ্ছে এবং কাজের চাপ সামলাতে অনেকের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি বলেন, ''আমাদের জুডিশিয়াল অফিসারদের কাছ থেকে আর কতটা ত্যাগ আশা করা যায়?'' সুপ্রিম কোর্ট এদিনও পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, জুডিশিয়াল অফিসারদের দরকারি সব সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এই মর্মে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা যেন যথাযথ ভাবে তা পালন করে। এদিন শুনানির সময়ে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতকে জানান, যে ৬০ লক্ষ আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে তার মধ্যে ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষের নিষ্পত্তি হয়েছে। ফলে ভোটার তালিকার সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ করা সম্ভব। সে কথার শোনার পর অন্তর্বর্তী নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, যেহেতু ইতিমধ্যে ১০ লক্ষের বেশি আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে, তাই সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এই বিষয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্বাচন কমিশনের কাছে সুপারিশ করতে বলা হয়েছে। মেনকা গুরুস্বামীর পাশাপাশি এদিন রাজ্যের আইনজীবী ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্রাইবুনাল গঠনের নির্দেশ নিয়ে তিনি বলেন, ''যাঁদের নাম ডিলিট অথবা রিজেক্ট হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ডিইও-র কাছে আবেদন করতে হয়। সিইও একটা নির্দেশ দিয়েছেন, ডিইও-র কাছে আবেদন করা যাবে না। সব আবেদন করতে হবে সিইও-র কাছে। সুপ্রিম কোর্ট বলল, আমাদের জুডিশিয়াল অফিসারদের অর্ডার ডিইও কী করে দেখবে। তাহলে ডিইও-রা যদি দেখতে না পারেন, সিইও কী করে দেখবেন? তিনিও একজন আমলা। জুডিশিয়াল অফিসারদের অর্ডার আমলারা কী করে দেখবেন? সেই জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাইকোর্টকে বললেন, এক বা একাধিক ট্রাইবুনাল তৈরি করতে। তাতে একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি থাকবেন। এবং ২ জনকে করে সিনিয়র জজ থাকবেন। যে আবেদন হবে, সেই আবেদনগুলি তাঁরা খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন।'' ট্রাইবুনাল গঠন নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ দেগে রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি তাপস রায় বলেন, ''ভারতের সব রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে। এ কী রাজ্য, এ কাদের শাসন, কে মাথায়, সুপ্রিম কোর্টও বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং ট্রাইবুনাল গঠন করতে হচ্ছে।'' আবার প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, ''বিচারকদের এত ঝামেলা সামলানোর ক্ষমতা রয়েছে বলে আমার তো মনে হয় না। বিচারকরা কোন তৎপরতায় ৬০ লক্ষ অমীমাংসিতের সব তথ্য খতিয়ে দেখে ভোট দেওয়ার অধিকার দেবে, তা আমার জানা নেই। তবে সুপ্রিম কোর্টের উপর ভরসা রাখতে হবে। কিন্তু, ভোটের আগে সব নিষ্পত্তি হবে কি না, তা নিয়ে আমার ঘোর আশঙ্কা রয়েছে।''

পাঁচ দিনের মাথায় ধর্না তুলে নিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চঃ এসআইআর হয়রানি ও যড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৬ তারিখ থেকে ধর্মতলায় ধরনায় বসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে সাময়িক স্বস্তি। তার পরিপ্রেক্ষিতে ধরনামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, শীর্ষ আদালত জানিয়েছে ভোটের আগের দিন পর্যন্ত নাম তোলার সুযোগ থাকছে। তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। সেই পর্যবেক্ষণে আস্থা রেখেই সাময়িকভাবে ধরনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মমতা। বললেন, ''এবার আমরা বিচারের অপেক্ষায়। মানুষ অধিকার পাবেন। যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেটা খুলছে।'' আজ মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে ছিল এসআইআর মামলার শুনানি। এদিন আদালত ঠিক কী জানিয়েছে ধরনামঞ্চ থেকে তা আমজনতার সামনে তুলে ধরেন মমতা। বলেন, ''নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরেও সুপ্রিম কোর্টের হাতে মামলা থাকবে। আমার পিটিশনটি এখনও আছে। নির্বাচন ঘোষণা করে দিলেও ভাববেন না যে আপনার নাম তোলার সুযোগ নেই। ওরা বলেছেন, ভোটের আগের দিন পর্যন্ত যদি কারও নাম বাদ গিয়ে থাকে, আমাদের কাছে আসবেন। আমরা স্পেশাল কেস হিসাবে এটি দেখব।'' এরপরই গ্যাসের দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্র ও কমিশনকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, ''ইচ্ছাকৃত ভাবে

দেখা করলেন আনন্দ বোসের সঙ্গে

নির্বাচন পিছোনোর জন্য চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্ট শুধু আবেদন করার জায়গা নেই।'' এরপরই সাময়িকভাবে ধরনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মমতা। তিনি বলেন, ''এবার আমরা বিচারের অপেক্ষায়। মানুষ অধিকার পাবেন। যে দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেটা খুলছে। এবার দেখা যাক কী হয়।'' এদিন বক্তৃতার শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী ফিরে যান সিঙ্গুর আন্দোলনের দিনগুলিতে। তিনি বলেন, ''আমি দরকার হলে ৫০ দিনও থাকতে পারি। এখানে সিঙ্গুরের জন্য ২৬ দিন অনশন করেছিলাম। দেখুন, ইতিহাস কেমন মিলিয়ে দিয়েছে। সিঙ্গুরে যে লোকটা জোর করে চাষিদের জমি কেড়ে নিয়েছিলেন, আজ সেই লোকটাকেই নির্বাচন কমিশন এখানে বড় পদে বসিয়ে পাঠিয়েছে। নাম না করে কমিশনের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে এভাবেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। তাঁর দাবি, এই লড়াই কেবল ভোটের নয়, অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের। টানা পাঁচ দিন ধর্মতলার মতো ব্যস্ত জায়গায় মাইক-বক্স বাজিয়ে আন্দোলনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন নেত্রী। ধর্নাস্থলের আশপাশের দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''এই ক'দিন আপনাদের ব্যস্ত করেছি, কান ঝালাপালা হয়েছে। আমারও সারা রাত শব্দে কান ঝালাপালা হয়েছে। কিন্তু ওটা বড় কথা নয়, লড়াইটাই আসল।'' এরপর অভিষেকের প্রস্তাব মেনে উপস্থিত সকলের সম্মতিতে আজকের মতো ধর্না তুলে নেওয়ার ঘোষণা করেন তিনি। রাজনৈতিক ভাষণের মাঝেই এদিন আধ্যাত্মিক ছোঁয়া দেন মমতা। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার রেশ টেনে তিনি বলেন, ''দেখলাম মা কালীও আমাদের সঙ্গ দিলেন। মায়ের আশীর্বাদ থেকে কেউ কেউ বঞ্চিত হলেন। মা-ও মানবিকতা ও মনুষ্যত্বকে ভালবাসেন। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করাই আসল ধর্ম।'' তৃণমূল নেত্রীর দাবি, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের জয়যাত্রা যেমন এই ধর্মতলা থেকেই শুরু হয়েছিল, ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের লড়াইও এই ধর্নামঞ্চ থেকেই নতুন দিশা পেল। ধর্মতলার ধরনা প্রত্যাহারের পরই রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলিপুরের সরকারি অতিথি ভবনে রয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল। সেখানেই দেখা হয় তাঁদের। সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে মমতার দাবি, ভোটের আগে প্রাক্তন রাজ্যপাল বোসের সঙ্গে অবিচার হয়েছে। মমতা বলেন, ''উনি কাল চলে যাচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি। ওঁর পরিবারকেও আমি চিনি। বাংলার শিষ্টাচার হিসাবে আমি তাঁর শুভকামনা করি। ওঁর প্রতি যা অন্যায় হয়েছে। অবিচার হয়েছে। ভোটের আগে ওঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আমার মনের কথা ওঁকে বলে এসেছি। আমি অনুরোধ করেছি আপনি বাংলায় এতদিন ছিলেন। বাংলাকে ভালো বোঝেন। আবার বাংলায় আসুন।''

'ইরানের জাহাজ ডোবানোয় যে মজা আছে, আটক করার মধ্যে সেটা নেই', চরম উপহাস ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১০ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যে ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে দীর্ঘদিনের স্নায়ুযুদ্ধ এখন এক নতুন মোড় নিয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বিস্ফোরক মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, ইরানি জাহাজগুলোকে আটক করার চেয়ে সেগুলো ডুবিয়ে দেওয়া অনেক বেশি মজার বা আনন্দদায়ক। তাঁর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এসেছে, যখন দুই দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা চরম পর্যায়ে রয়েছে। ইরান তো হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে সংঘাত শুরু করেছে আমেরিকা। শেষ করবে ইরান। ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই ইরানের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী। তাঁর শাসনকালে ইরান-মার্কিন সম্পর্ক বারবার খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্প মনে করেন যে ইরানের পক্ষ থেকে আসা যে কোনও উস্কানির জবাব দিতে হলে নরম হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তিনি বুঝিয়েছেন যে, ইরানের নৌবাহিনীর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে বা তাদের জব্দ করার চেয়ে সরাসরি ধ্বংস করে দেওয়াটাই আমেরিকার শক্তির সঠিক প্রদর্শন হবে। তাঁর এই মন্তব্যটি মূলত তাঁর আক্রমণাত্মক বিদেশনীতিরই একটি প্রতিফলন। পারস্য উপসাগর এবং হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ। ইরান প্রায়ই এই এলাকায় মার্কিন যুদ্ধজাহাজকে চ্যালেঞ্জ জানায়। অন্যদিকে, আমেরিকাও এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে বিশাল নৌবহর মোতায়েন করে রেখেছে। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের ফলে এখন আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, মার্কিন নৌবাহিনী আগের চেয়ে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যে ইরানি রণতরীর উপরে হামলা চালিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছে আমেরিকা। ট্রাম্প দাবি করেছেন, এখনও পর্যন্ত ইরানের নৌসেনার ৪৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে মার্কিন বাহিনী। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর ইরানের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। ইরান বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, তাদের জলসীমায় কোনও ধরনের অনুপ্রবেশ বা আক্রমণ সহ্য করা হবে না। তেহরান মনে করে, ট্রাম্পের এই ধরনের কথাবার্তা কেবল মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের এই বক্তব্যে ইরানকে তাদের ড্রোন এবং মিসাইল কর্মসূচি আরও জোরদার করতে উৎসাহিত করতে পারে।

২১-এর হিংসার সময় কোন কোন ওসি ছিলেন? তালিকা চাইল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চঃ রাজ্যে রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। রয়েছে ফুল বেঞ্চ। আর বৈঠকের দ্বিতীয় দিনও কড়া নির্বাচন কমিশন। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার জায়গায় কোন-কোন ওসি ও তাঁর উর্ধ্বতন অফিসাররা ছিলেন এবার তার তালিকা চাইল কমিশন। তালিকা চাওয়া হল ডিজির কাছেও। সোমবার অর্থাৎ গতকাল বারেবারে কমিশন রাজ্যের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিল যাতে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে কোনও হিংসা ঘটনা না ঘটে। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর সামনেই প্রশ্ন উঠেছিল, কেন ভোটের সময় অন্য রাজ্যের থেকে বাংলায় হিংসা এত বেশি হয়। জ্ঞানেশ কুমারের প্রশ্ন, অন্য রাজ্যে এত হিংসা দেখা যায় না। বাংলাতেই কেন ভোটের সময় এত অশান্তি? সব রাজনৈতিক দলগুলি আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে। এবার এই সব চলবে না। সকালে তো এক দফায় বৈঠকে এই কথা বলেই ছিল কমিশন। পরে

বিকেলে ফের একবার একই বক্তব্য রাখেন। কমিশন এও নির্দেশ দিয়েছিল, সব বোমা-বন্দুক পিস্তল উদ্ধার করতে হবে। এমনকী, নির্দেশ যদি কেউ না মানে তাহলে বিভাগীয় তদন্তের মুখেও পড়তে হতে পারে বলে জানিয়েছিল কমিশন। সঙ্গে কোন-কোন জেলায় কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয়টিও জানতে চেয়েছিল। এরপর মঙ্গলবার ছিল কমিশনের দ্বিতীয় দফার বৈঠক। সেখান থেকেই গত বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ একুশের ভোটের প্রসঙ্গ ওঠে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জানতে চান, ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসার জায়গায় সেই অফিসারদের বিরুদ্ধে কি কোনও ডিপার্টমেন্টাল প্রসেডিংস বা বিভাগীয় তদন্ত করা হল? কী কী ব্যবস্থাই বা নেওয়া হয়েছিল সেই সময়? তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। বস্তুত, একুশের বিধানসভা ভোটে বেলাগাম হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। সেই সময় প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। মামলার জল গড়িয়েছিল কোর্ট পর্যন্ত। আজ ফের একবার সেই প্রসঙ্গ তুলে কমিশন কি ফের একবার বার্তা দিল যে এবারের ভোটে একফোঁট হিংসাও বরদাস্ত করবে না তারা?

হাতে দু'দিনের গ্যাস, বিধাননগরের একের পর এক খাবারের দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চঃ ভারতে গ্যাস সংকট। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক গ্যাসের সংকট দেখা দিয়েছে। একের পর এক বড় বড় রেস্তরাঁ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা, সর্বত্র একই ছবি। গ্যাসের অভাবে যদি বড় রেস্তরাঁগুলিই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ছোট ছোট খাবার দোকানগুলির কী অবস্থা? কলকাতাতেই প্রতিদিন প্রায় হাজার হাজার মানুষ ফুটের দোকানগুলিতে খাওয়া-দাওয়া করেন। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, শহরে গ্যাস সংকটে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক খাবার দোকান। বিধাননগর স্টেশন। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যদি নিচে নেমে এলেই দেখা যাবে দুই পাশ দিয়ে সারি সারি খাবার দোকান রয়েছে। কোথাও বিক্রি হচ্ছে রুটি তরকারি, কোথাও ডিম-পাঁউরুটি, কোথাও আবার নানপুরী, কোথাও ভাতের হোটেল। আবার চা, লস্যির দোকান তো রয়েছেই। যাঁরা প্রতিদিন ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন, তাঁরা লক্ষ্য করবেন কত মানুষ ওই দোকানগুলিতে প্রতিদিন ভিড় করছেন। অফিসে বা কাজে যাওয়ার আগে পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া করেন। কিন্তু, আজ সেখানে দেখা গেল একাধিক খাবারের দোকান বন্ধ। খাবার দোকানের মালিকরা জানাচ্ছেন,

গ্যাস না থাকায় দোকান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। স্টেশন চত্বরেই একটি লস্যির দোকান রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের লস্যির স্বাদ নিতে সেখানে বহু মানুষ ভিড় করেন। লস্যির দাম শুরু ২০ টাকা থেকে। ৭০ টাকা পর্যন্ত লস্যি পাওয়া যায়। বিক্রিও ভাল রয়েছে। কিন্তু, বিক্রেতা জানিয়েছেন, দোকান এবার তাঁকে বন্ধ করে দিতে হবে। কারণ গ্যাস নেই। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর হাতে আর দু'দিনের গ্যাস রয়েছে। দু'দিন তিনি দুধ জ্বাল দিতে পারবেন। গ্যাস বুক করেও পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাস না পেলে দোকান বন্ধ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর দোকান বন্ধ করলে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে তাঁকে। অন্যদিকে, এক পরোটা বিক্রেতা জানিয়েছেন, বেশি টাকা দিয়ে গ্যাস কিনতে হচ্ছে। কিন্তু তারপরও গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। সংকট পরিস্থিতিতে তাঁর কাছে একটিমাত্রই সিলিন্ডার রয়েছে। বেশিদিন এই গ্যাস চলবে না। তারপর কী হবে, তিনি নিজেও জানেন না। গ্যাস না পেলে বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করতে হবে। এদিকে, দোকান বন্ধ করলে আয় বন্ধ হয়ে যাবে। দোকানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদেরও বসিয়ে দিতে হবে। দোকান বন্ধ হয়ে গেলে নিজে কী খাবেন আর বেতন কোথা দেবেন, এটা ভেবেই চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে। একদিন দোকান বন্ধ হলেও হাজার হাজার টাকার লোকসান হবে। দোকানের মালিকরা সরকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাঁদের আশা, নিশ্চয় কোনও উপায় বের করবে কেন্দ্র। তা না হলে না খেয়ে মারা যেতে হবে তাঁদের। যদিও, এখানে একটা বিতর্ক রয়েছে। অভিযোগ, ফুটপাতের খাবার দোকানগুলিতে বাণিজ্যিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় না। গৃহস্থালি গ্যাস ব্যবহার করা হয়। গ্যাস সংকটে আরও বেশি করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যা একেবারেই বেআইনি। তবে, গৃহস্থালি গ্যাসের সরবরাহও কমেছে। সেক্ষেত্রে, দু'ধরনের গ্যাসেই সংকট দেখা গিয়েছে। বেশিদিন আর গৃহস্থালির গ্যাস ব্যবহার করেও দোকান চালু রাখতে পারবেন না ব্যবসায়ীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৯৯ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ ফাল্গুন, ১৪৩২

বিস্মৃত অগ্নিকন্যা নীরা আর্য

বিস্মৃত অগ্নিকন্যা নীরা আর্য। ১৯০২ সালের ৫ই মার্চ ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বাগপাট জেলার একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের এক সাহসী নারী সৈনিক। ইংরেজ সরকার তাকে একজন গুপ্তচর হওয়ার অভিযোগেও অভিযুক্ত করেছিল। তাঁর বাবা শেঠ ছজুমাল ছিলেন তৎকালীন একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, যার ব্যবসা-বাণিজ্য সারা দেশে বিস্তৃত ছিল। নীরা 'নাগিনী' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভাই বসন্ত কুমারও আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিক ছিলেন। অসীম দেশপ্রেম, সাহস ও আত্মসম্মানে উজ্জ্বল এই নারী ইতিহাসে স্মরণীয়; এই মহান বিপ্লবীর নাম, নীরা আর্য। হায়দরাবাদের মহিলারা তাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধায় 'পদ্মমা' বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাসের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস;এই বিবাহই তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নীরা আর্যের স্বামী শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাস ছিলেন একজন ইংরেজ অনুগত সেনা কর্মকর্তা। ব্রিটিশরা তাকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে হত্যা করার গোপন দায়িত্ব দেয়। একবার সুযোগ পেয়ে সে নেতাজির দিকে গুলি চালালে সেই গুলি নেতাজির ড্রাইভারের গায়ে লাগে। নেতাজিকে রক্ষা করার জন্য নীরা নিজের স্বামীকেই হত্যা করতে বাধ্য হন। এই অসীম সাহস ও ত্যাগের জন্যই নেতাজি তাকে 'নাগিনী' নামে ডাকতেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করার পর দিল্লির লাল কেল্লায় বিচার শুরু হয়। অধিকাংশ বন্দী মুক্তি পেলেও, স্বামী হত্যার অভিযোগে নীরা আর্যকে কালাপানির সাজা দেওয়া হয়। সেখানে তাকে অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। স্বাধীনতার পরে নীরা আর্য ফুল বিক্রি করে জীবনধারণ করেন। কোনো সরকারি সাহায্য বা পেনশন তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর ভাই বসন্ত কুমার স্বাধীনতার পরে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং নিজের সংগ্রামী জীবনের কথা আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেন। উর্দু লেখিকা ফারহানা তাজ নীরার কাছ থেকে তাঁর জীবনের কাহিনি শুনে একটি উপন্যাস রচনা করেন, যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামে নীরার অবদান উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে। নিজের স্মৃতিচারণায় নীরা আর্য লিখেছেন; গ্রেপ্তারের পর তাকে প্রথমে কলকাতা কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানে নারী ও রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে অমানবিক অবস্থায় তাকে থাকতে হয়। রাতে কোনো কম্বল ছাড়াই সেলে বন্দি রাখা হতো। গভীর রাতে এক প্রহরী দুটি কম্বল ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলে, সেই সামান্য মানবিকতাই তার মনে ক্ষণিকের স্বস্তি এনে দেয়। পরদিন তার হাত-পায়ের শিকল খোলার সময় নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। জেলার তাকে প্রশ্ন করে;নেতাজি কোথায় আছেন? উত্তরে নীরা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, নেতাজি আমার হৃদয়ে বেঁচে আছেন। এই উত্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে আরও ভয়াবহ নির্যাতনের হুমকি দেওয়া হয়। তবুও তিনি মাথা নত করেননি। নীরা আর্য আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম নারী গুপ্তচর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন। পবিত্র মোহন রায়ের নেতৃত্বে গোয়েন্দা বিভাগে তিনি মনবতী আর্য, সরস্বতী রাজমণি, দুর্গা মল্ল গুর্খা ও ড্যানিয়েল কালের সঙ্গে কাজ করেন। তারা ছেলেদের পোশাক পরে ব্রিটিশ অফিসারদের বাড়ি ও সামরিক শিবিরে কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতেন। এক অভিযানে তাদের এক সঙ্গী ধরা পড়লে, নীরা ও রাজমণি নর্তকীর ছদ্মবেশে তাকে উদ্ধার করতে যান। পালানোর সময় রাজমণির পায়ে গুলি লাগে। তিন দিন গাছে লুকিয়ে থেকে তারা অবশেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঘাঁটিতে ফিরে আসেন।

বাংলা অক্ষর নির্মাণে মিশনারী

কোম্পানি যুগে কলকাতায় বাংলা ভাষায় বাইবেল পাঠ করা খুবই কঠিন ছিল। তবুও তার মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষায় প্রভু যিশুর প্রার্থনা যাতে সবাই করতে পারেন তার উদ্যোগ গরহণ করেছিলন বাংলা ভাষার আধনিক পথিকৃত উইলিয়াম কেরি। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি তাঁর পুত্র ফেলিক্সের সঙ্গে কৃষ্ণপাল নামে একজন কাঠের মিস্ত্রিকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। এই কাঠের মিস্ত্রিই পরে বাংলার অক্ষর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল কাঠ দিয়ে প্রথম বাংলা অক্ষয় তৈরি শুরু করে কাঠ দিয়ে। তারপরে শিখে দিতে তৈরি হতে থাকে বাংলা অক্ষর। তখনকার সময়ে বাইবেল ছাপা হতো কাঠের বাংলা অক্ষর দিয়ে। শ্রীরামপুর মিশনারীরা সেই সময়ে বাংলা বই প্রকাশ করতেন কাঠের বাংলা অক্ষর তৈরি করে। প্রথম বাংলা কাছের অক্ষর তৈরি করছিলেন পঞ্চানন কর্মকার। কৃষ্ণ পাল সেই সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেন। তখন বহু বাঙালিরা খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। সেই কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ল একটি বাংলা ভাষায় প্রভু যিশুর প্রার্থনা গির্জার। লালবাজারের কাছে তৈরি হল একটি বালা ভাষায় প্রার্থনা মন্দির। উইলিয়াম কেরি এবং ব্যাপটিস্ট মিশনের নেতারা এই প্রার্থনা মন্দিরটি করতে উদ্যোগী হন। উইলিয়াম ওয়ার্ডের বয়ান থেকে জানতে পরা যায় যে আগে এই এলাকতে ছিল বারবনিতা, উৎশৃঙ্খল ইরেজ বণিকদের আবাসস্থল। ১৮০৬ সালে জেমস রোল্ট সাহেব এখানে দুই বিঘা জমি ক্রয় করেন। আদি ট্রাস্টের ডিক্লারেশন এর প্রস্তাবিত গির্জাটির উল্লেখ করা হয়েছিল -'দ্য নিউ ক্যালকাটা চ্যাপেল ফর ডিভাইন ওয়রশিপ অব অল ডাইমেশন অব খ্রিস্টান'। ১৮০৯ সালে ১৬৫ জনকে নিয়ে এই গির্জায় উপাসনা শুরু হয়। বাংলা ভাষায় উপসনা করতে শুরু করেছিল রোমান ক্যাথলিক ভক্তরা। উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান ছাড়াও এখানে প্রার্থনা করতে উপস্থিত হতেন। থাকতেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও পিতামহ মাইকেল ডিরোজিও। লালবাজার ব্যাপটিস্ট চার্চ এখনও কেরি ব্যাপটিস্ট চার্চ নামে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ১৯৫০ সালে তৈরি করা হয় বাইবেল স্কুল।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে। তাই জন্য খারাপ কাজ করলে চলবে না। চাই ভালো কাজ করার মানসিকতা। ভালো কাজের মানসিকতা লোকেরা জগতে বেশি উন্নতি করতে পারে। তিনি মহান হন। তাকে সবাই সম্মান করতে থাকে। তিনি সর্বজনের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ।

বিবেকানন্দ দর্শন

বিবেকানন্দ বলেছেন, পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়ে ছিলেন পুজো অর্চনা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হোক। পুজোর নাম করে যেভাবে মানুষের ওপর অত্যাচার চালানো হয় সেটা একেবারে অবমানবিক। এই অবমানবিকতা সৃষ্টি করেছে পুরোহিত সম্প্রদায়। বিবেকানন্দ মন্দিরকে অবহেলা করে চলতেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এত বেশি দীর্ঘ তা নিয়ে গবেষণা এখনও পর্যন্ত চলছে

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলায় গুপ্ত সিমিত তৈরি করতে এসে প্রথমেই মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতি তৈরি করতে এগিয়ে এসেছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের ছোট ভাই ছিলেন। বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করতে তার ওপরে দায়িত্ব দিয়েছিলেন দাদা অরবিন্দ। তারপরে বারীন্দ্রকুমার চন্দন নগরেগুপ্ত সমিতি তৈরি করার দিকে বাড়িতে থাকার সময়ে বেশ কয়েকবার মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন সেখানকার তরুণদের সঙ্গে বিপ্লবী বিষয়ক বক্তব্য রাখতে। মেদিনীপুরে জেলা সম্মেলন হল ১৯০৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে। ''বিপ্লবী দলের মেদিনীপুর শাখার কর্মীদল ছিল এই সম্মেলনের কর্মী। সত্যেন বসুর নেতৃত্বে ক্ষুদিরাম সম্মেলনে 'সোনার বাংলা' এবং 'No compromise' -এর কপি বিতরণ করে। সেখানে পুলিশ তাঁকে

নজর দেন। মেদিনীপুরে বিপ্লবী সমিতি তৈরি করে সেখান থেকে হেমচন্দ্র কানুনগোকে বোমা তৈরির প্রশিক্ষণ নিতে প্যারিসে পাঠান। হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিসে গিয়ে বোমা তৈরি প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। নিজের ঘর বাড়ি বিক্রি করে প্যারিস যাওয়ার টাকা সংগ্রহ করেন হেমচন্দ্র কানুনগো।

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা শিক্ষা ব্যবস্থায় যেভাবে শক্তিশালী ছিল ঠিক সেই রকম শক্তি ধরত বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও। কলকাতার পরই বিপ্লবী আন্দোলনের উজ্জ্বল আগুন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল মেদিনীপুরে। বিপ্লবী অরবিন্দের বাংলায় আগমনের আগেই মেদিনীপুরে বিপ্লবী আখড়া তৈরির প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। পাশাপাশি তিনি আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে কলকাতার কাছে চন্দননগর, উত্তরপাড়াসহ হুগলির বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলবেন। তবে মেদিনীপুরে শক্তিশালী বিপ্লবী আখড়া গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল তার প্রধান কারণ হচ্ছে সেখানকার জমিদার থেকে শুরু করে শিক্ষিত সম্প্রদায়রা প্রত্যেকেই ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে সেখানকার জমিদার এবং স্কুল কলেজের শিক্ষকেরা তরুণদের দেশপ্রেম শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিপ্লবী অরবিন্দ কলকাতায় রাজা সুবোধ মল্লিকের ধরে ফেলে। মামলায় ক্ষুদিরাম খালাস পায়, কিন্তু ক্ষুদিরামকে খালাস করতে গিয়ে সত্যেন বসু যে সাক্ষ্য দেন তাতে তাঁর সরকারি চাকুরী চলে যায়।" (বারীন্দ্র কুমার, পৃষ্টা- ৮৭) । তখন কলকাতা ছিল বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় দফতর। ''কলকাতা কেন্দ্রের কাজ চলত চাঁদার অর্থ দিয়ে। শুধু মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমার দিগম্বর নন্দী বৎসর অন্তে এক হাজার টাকা পাঠাতেন। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই কোন গোপন ব্যক্তির মাধ্যমে টাকাটা কলকাতায় পাওয়া যেত। টাকাটা প্রথমে যতীন্দ্রনাথই নিতেন। তাঁর অবর্তমানে মেদিনীপুর সংগঠনের সঙ্গে নূতন দল যুক্ত ছিলেন বলে টাকাটা তাদের হাতেই আসত।'' (বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার, পৃষ্টা-৯০)

উনিশ শতকে মেদিনীপুরে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলাতে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিপ্লবী অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ। তাঁর হাতে ভার দেওয়া হয়েছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবীদের আখড়া তৈরি করার। সেই দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তিনি বহুবার মেদিনীপুরে এসেছিলেন বিপ্লবীদের আখড়া নির্মাণ করতে। সেই সময়ে তাঁর বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গোপনে কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছিল মেদিনীপুরের তরুণরা। বর্ষিয়ান স্বদেশ প্রেমিক ঋষি রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরটাকে পুনর্নির্মাণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মেদিনীপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়ে যোগদান করলেন। শিক্ষা দীক্ষায় মেদিনীপুর জেলার ছেলেরা সেরা স্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। সেই সময়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পিয়ারী লাল ঘোষ এবং হেমচন্দ্র কানুনগো স্বদেশ প্রেমে দীক্ষিত হয়ে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল লক্ষ্য ছিল তরুণ সমাজের মধ্যে স্বদেশি রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার লাভ করানো। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 'ভারতসভা' (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ সাল) প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে মেদিনীপুরে উনত্রিশটি ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মেদিনীপুর সদর, রামজীবনপুর, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল সহ বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী সংগঠন তৈরি হয়। ১৯০১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য অধিবেশন শুরু হয়েছিল মেদিনীপুর শহরে। সেই রাজ্য কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জানকী নাথ ঘোষাল সহ বহু স্বদেশি নেতারা। সেই অধিবেশনে অর্ভ্যথনা কমিটির সভাপতি ছিলেন কার্তিক মিত্র এবং ক্ষিরোদ বিহারী দত্ত ছিলেন সম্পাদক। যোগেশচন্দ্র রায়ও জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্রোতের ঢেউ মেদিনীপুরে গিয়ে পৌঁছে ছিল। সেখানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য মেদিনীপুরের বাসিন্দারা 'বেইনি সভাগৃহে' প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সিদ্ধান্তকে বাতিল করার জন্য মেদিনীপুর জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন করার শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে গোটা মেদিনীপুরে জুড়ে বিদেশি কাপড় পোড়ানো, বিক্ষোভ পদযাত্রা, বনধ এবং রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। তখন গোটা মেদিনীপুরে বহু আখড়াতে শুরু হয় শরীর চর্চার পাশাপাশি বিপ্লবী মন্ত্র গ্রহণ করা চলে। সেখানে আবার চরকা এবং দেশাত্মবোধ সঙ্গীত চর্চা করার ব্যবস্থাও করা হয়। স্বদেশি আন্দোলনে শুধু মেদিনীপুরের আমজনতাই অংশ গ্রহণ করেনি, বহু জমিদার পরিবারও স্বদেশি আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও তাঁরা পরোক্ষভাবে বিপ্লবীদের উৎসাহিত করতেন। এদের মধ্যে ছিলেন জারার জমিদার যোগেশচন্দ্র রায় এবং তাঁর দুই সন্তান কিশোরপতি রায় এবং সাতকড়ি রায়, নাড়াজোলের জমিদার রাজা নরেন্দ্রলাল খানের পুত্র দেবেন্দ্রলাল খান, মুগবেড়িয়ার জমিদার দীগম্বর নন্দী, কালগেছিয়ার জমিদার গিরীশচন্দ্র মাইতির পুত্র জগদীশ চন্দ্র মাইতি, কাঁথির বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং তমলুকের জমিদারসহ আরও অনেকে।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মী ছিলেন। তিনি বিপ্লবী অরবিন্দের মন্ত্র নিয়ে কাজ করছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি ফরাসি দেশে চলে যান বোমা প্রস্তুত প্রণালী শেখার জন্য নিজের সম্পত্তির কিছু অংশ বিক্রি করে। ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে নারায়ণগড় রেল স্টেশনে এ্যান্ড্রুজ ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা বিফলে গেল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকার 'মেদিনীপুর বোমা মামলা' মেদিনীপুর শুরু করে। কিংসফোর্ডকে মারতে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির সভায় হেমচন্দ্র কানুনগো ক্ষুদিরামের নাম প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে প্রফুল্ল চাকী এবং ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে মারতে ব্যর্থ হলে বিপ্লবী অরবিন্দ সহ বাংলার সব বিপ্লবীদের ধরে ইংরেজ সরকার কারাগারে বন্দি করে এবং আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র নামে একটি ইতিহাস বিখ্যাত মামলা শুরু হয়। বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং রাসবিহারী বোসও মেদিনীপুরে এসেছিলেন বিপ্লবী সংঠনকে মজবুত করতে। সেই সময়ে বসন্ত সরকার, তারাপদ মুখার্জি, বিপিন হাজরা এবং মন্টু মুখার্জি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন।

আমরা দেখতে পাই বিপ্লবীরা সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বইটি বিপ্লবীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'আনন্দমঠ'কে বিপ্লবীদের অবশ্যপাঠ্য করেছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বদেশি দর্শনকে সমগ্র দেশবাসীর কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদকও হন। আবার সেই সময়ে প্রতিটি বিপ্লবীদের 'বন্দেমাতরম' গানটি গাইতে হতো। এটাই ছিল বিপ্লবীদের কাছে জাতীয় সঙ্গীত। পাশাপাশি গীতাও বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তি হিসাবে কাজ করতো। 'গীতা' স্পর্শ করে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতেন গুপ্ত সমিতির প্রত্যেক সদস্য। সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল দুর্গা পুজোর প্রচলন। দেবী দুর্গা তখন ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে শক্তির প্রতীক। ব্রিটিশ অসুরকে বধ করাই ছিল বিপ্লবীদের মূল উদ্দেশ্য। অসহযোগ আন্দোলন কালে রাজ্যস্তরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন।

পাক- আফগান সীমান্ত এলাকার দখলদারীতে উত্তেজনা

শুভজিৎ দত্ত

ডুরান্ড রেখা ইতিহাসের অসম্পূর্ণ সীমান্ত ও বর্তমান সংকট। দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে এমন কিছু সীমান্ত আছে, যেগুলি শুধু ভৌগোলিক রেখা নয়, বরং দীর্ঘ ইতিহাস, আবেগ এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতীক। ডুরান্ড রেখা সেই ধরনেরই একটি সীমান্ত, যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের মূল কেন্দ্র হয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই রেখাকে ঘিরে আবারও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কেবল দুই দেশের সম্পর্ককেই প্রভাবিত করছে না, বরং সমগ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতি শীলতার ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে।

ডুরান্ড রেখার উৎপত্তি ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮৯৩ সালে আফগান আমির আবদুর রহমান খানের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের পররাষ্ট্রসচিব মর্টিমার ডুরান্ডের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে এই সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। সেই সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানকে একটি বাফার রাষ্ট্র হিসেবে ব্যবহার করা, যাতে রুশ সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য অগ্রগতি ঠেকানো যায়। এই ভূরাজনৈতিক কৌশলের ফলেই ডুরান্ড রেখার জন্ম। কিন্তু সেই সময় যে সীমারেখা আঁকা হয়েছিল, তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা বা ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে তৈরি হয়নি।

এই সীমান্তের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এটি পশতুন জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। একদিকে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চল, অন্যদিকে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল। বহু শতাব্দী ধরে একই সংস্কৃতি, ভাষা ও গোত্রীয় ঐতিহ্যে আবদ্ধ এই মানুষদের হঠাৎ করে একটি আন্তর্জাতিক সীমান্তের দুই পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই সীমারেখা কখনওই মানুষের মননে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বিভাজনের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ডুরান্ড রেখা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। কিন্তু আফগানিস্তান সেই সময় থেকেই এই সীমান্তকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। আফগান শাসকদের মতে, ব্রিটিশদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল, তা ছিল একটি ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে করা সাময়িক সমঝোতা, যা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রযোজ্য হতে পারে না। এই অবস্থানই পরবর্তী কয়েক দশক ধরে দুই দেশের সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছে।

ডুরান্ড রেখা ঘিরে বিরোধ শুধু রাজনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও গভীর। সীমান্তের দুই পাশে বসবাসকারী পশতুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক, বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগ বহুদিন ধরেই অব্যাহত রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে একই পরিবারের সদস্যরা সীমান্তের দুই পাশে বাস করেন। ফলে কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা প্রায়শই স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠিন করে তোলে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পাকিস্তান এই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ এবং নজরদারি জোরদার করার উদ্যোগ নিয়েছে। পাকিস্তানের যুক্তি হল, সীমান্ত সুরক্ষিত করা না গেলে জঙ্গি কার্যকলাপ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আফগানিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে।

কিন্তু আফগানিস্তানের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আফগান নেতারা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছেন যে ডুরান্ড রেখা একটি বিতর্কিত সীমান্ত, যা আন্তর্জাতিকভাবে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়নি। ফলে পাকিস্তানের একতরফা সীমান্ত নির্মাণ কার্যক্রমকে তারা প্রায়শই আপত্তির চোখে দেখেন। এর ফলে সীমান্ত এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে।

এই বিরোধের পেছনে শুধু ইতিহাস নয়, বর্তমান ভূরাজ নীতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, পাকিস্তানের নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির কৌশল; সবকিছু মিলিয়ে ডুরান্ড রেখা একটি জটিল রাজনৈতিক সমীকরণে পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তানে দীর্ঘ যুদ্ধ ও অস্থিরতার ফলে সীমান্ত অঞ্চলে জঙ্গি সংগঠনগুলির উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তান বহুবার অভিযোগ করেছে যে আফগান ভূখণ্ড থেকে জঙ্গিরা তাদের দেশে হামলা চালাচ্ছে। অপরদিকে আফগানিস্তানের অনেকেই মনে করেন যে সীমান্তের ওপার থেকেও নানা ধরনের প্রভাব তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পড়ছে।

ডুরান্ড রেখা নিয়ে উত্তেজনা বাড়ার আরেকটি কারণ হল আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যপথ, জ্বালানি প্রকল্প এবং নিরাপত্তা রাজনীতির সঙ্গে এই সীমান্তের সম্পর্ক গভীর। ফলে এই বিরোধের প্রভাব শুধু দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বৃহত্তর অঞ্চলেও প্রতিফলিত হয়।

সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে ক্রিকেটে বিশ্ব জয় সূর্যকুমারের

অনীক নস্কর

সংগ্রামের মাটি থেকে বিশ্বজয়ের শিখর;সূর্যকুমারের অনন্য যাত্রা।

জীবনের পথচলা কখন, কীভাবে বদলে যায়, তা আগাম বলা কঠিন। কখনও অচেনা এক মুহূর্ত, কখনও দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে হঠাৎই খুলে যায় নতুন দরজা। ক্রিকেটের আকাশে আজ যে নামটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলছে, সেই সূর্যকুমার যাদবের গল্প যেন সেই সত্যেরই জীবন্ত উদাহরণ। মাত্র কয়েক বছর আগেও যাঁর জাতীয় দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে সংশয় ছিল, আজ তিনিই দেশের অধিনায়ক, তাও আবার বিশ্বজয়ী অধিনায়ক। কপিল দেব, মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মার মতো কিংবদন্তিদের পাশে এখন উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর নাম। এই যাত্রা কেবল সাফল্যের গল্প নয়, এটি অধ্যবসায়, বিশ্বাস এবং সময়ের অদ্ভুত খেলার গল্প।

সূর্যকুমার সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পুরনো ছবি পোস্ট করেছিলেন। ছবিটি প্রায় বারো বছর আগের। সেখানে দেখা যাচ্ছে এক তরুণ ক্রিকেটারকে, যার মুখে এখনও সাফল্যের আলো জ্বলে ওঠেনি। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, বন্ধুরা, পেট্রোল পাম্পের উদ্বোধনে এসেছি। আজ খুব খুশি। সেই সময়ের সূর্যকুমার হয়তো ভাবতেও পারেননি, একদিন তাঁর হাতে থাকবে বিশ্বকাপের ট্রফি, আর কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।

এই ছবিটি আবার শেয়ার করে তিনি লিখলেন, এই লোকটার জন্য আমি খুব খুশি।দ কথাটি শুনতে যতটা সহজ, তার ভেতরে লুকিয়ে আছে দীর্ঘ সংগ্রামের স্মৃতি। সেই সময় তিনি আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সিতে খেললেও খুব বেশি পরিচিতি পাননি। জাতীয় দলের দরজা তখনও তাঁর কাছে অনেক দূরের স্বপ্ন। প্রতিদিন অনুশীলন, প্রতিটি ম্যাচে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা;এই ছিল তাঁর জীবন।

কিন্তু সময় থেমে থাকে না। ধৈর্য আর পরিশ্রমের পথ ধরে একদিন সুযোগ এসে দাঁড়ায়। সুযোগকে কাজে লাগাতে পারলেই ভাগ্য বদলায়। সূর্যকুমার সেই সুযোগকে দু'হাতে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ব্যাটিংয়ের অভিনব শৈলী, মাঠে

অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং চাপের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথা;সব মিলিয়ে তিনি দ্রুত হয়ে ওঠেন দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

তবু ক্রিকেটারের জীবন সরলরেখায় চলে না। উত্থানের সঙ্গে থাকে পতনের আশঙ্কাও। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল সেই তিক্ত অভিজ্ঞতারই সাক্ষী। আহমেদাবাদের সেই রাত ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এখনও বেদনার স্মৃতি। সূর্যকুমারও সেই ম্যাচে খেলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বপ্নভঙ্গের হতাশা নিয়েই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে।

কিন্তু সত্যিকারের ক্রীড়াবিদরা ব্যর্থতাকে শেষ কথা মনে করেন না। তারা জানেন, প্রতিটি হার ভবিষ্যতের সাফল্যের প্রস্তুতি। সূর্যকুমারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছিল। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতীয় দল আবার ঘুরে দাঁড়ায়। সেই ফাইনালে সূর্যকুমারের নেওয়া একটি ক্যাচ যেন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সেই মুহূর্তটি শুধু ম্যাচ নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকেও বদলে দেয়। সেই ক্যাচের স্মৃতি আজও ক্রিকেট প্রেমীদের মনে উজ্জ্বল।

এরপরই আসে আরও বড় দায়িত্ব। দলের নেতৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়। একজন খেলোয়াড় থেকে অধিনায়ক হয়ে ওঠা সহজ নয়। সেখানে শুধু নিজের পারফরম্যান্স নয়, দলের প্রত্যেক সদস্যের মানসিকতা, আত্মবিশ্বাস এবং লক্ষ্যকে এক সুতোয় বাঁধার দায়িত্ব থাকে। সূর্য কুমার সেই দায়িত্বও গ্রহণ করেন সাহসের সঙ্গে।

তিনি জানতেন, সামনে বড় চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। ইতিহাস বলছে, এখনও পর্যন্ত কোনও দল নিজেদের দেশে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার লক্ষ্য নিয়েই ভারতীয় দল যাত্রা শুরু করে। সূর্যকুমার তাঁর সতীর্থদের বারবার মনে করিয়ে দিতেন;দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলার অনুভূতি আলাদা। এখানে প্রত্যাশা থাকবে, চাপ থাকবে, কিন্তু সেই চাপই আবার অনুপ্রেরণাও হয়ে উঠতে পারে। এই বিশ্বাসই দলের শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাচের পর ম্যাচ ভারতীয় দল খেলতে থাকে আত্মবিশ্বাসে ভর করে। প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করে। দলের মধ্যে তৈরি হয় এক অদ্ভুত ঐক্য, যেন তারা সত্যিই একটি পরিবার। সূর্যকুমার নিজেও পরে বলেছিলেন, এই দল কেবল একটি ক্রিকেট দল নয়, এটি একটি পরিবার।

অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত আসে। ট্রফি ওঠে ভারতীয় দলের হাতে। কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন যেন বাস্তব হয়ে ওঠে। সেই সময় সূর্যকুমারের কথাগুলি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, এটা শুধু একটি ট্রফি নয়, এটা কোটি মানুষের স্বপ্ন।

এই কথার মধ্যেই ধরা পড়ে একজন অধিনায়কের মন। তিনি জানেন, তাঁর সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের আশা, আবেগ এবং ভালোবাসা। সেই কারণেই তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁদের, যারা তাঁর কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সূর্যকুমারের এই যাত্রা আমাদের মনে করিয়ে দেয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য; সাফল্য কখনও হঠাৎ করে আসে না। তার পেছনে থাকে বছরের পর বছর পরিশ্রম, হতাশা, আবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি। পেট্রোল পাম্পের উদ্বোধনে যাওয়া সেই তরুণ ক্রিকেটার একদিন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক হয়ে উঠবেন;এ কথা হয়তো তখন কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু জীবন কখনও কখনও এমনই বিস্ময়কর গল্প লিখে দেয়। সেই গল্প আমাদের শেখায়, স্বপ্ন দেখতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ আজ যে মানুষটি সংগ্রাম করছে, কাল হয়তো তিনিই ইতিহাস লিখবেন।

সূর্যকুমার যাদবের গল্প তাই শুধু একজন ক্রিকেটারের সাফল্যের কাহিনি নয়। এটি সেই বিশ্বাসের গল্প, যা বলে;সময় যদি সুযোগ দেয়, আর মানুষ যদি নিজের স্বপ্নে আস্থা রাখে, তবে অসম্ভবও একদিন সম্ভব হয়ে ওঠে। বিশ্ব জয় করে দেখিয়ে দিল যে ভারত আজও শক্তিশালী।

নারী দিবসে 'মহিলাদের বিজ্ঞান চর্চার বৃদ্ধি' - উদ্যোগে বিড়লা মিউজিয়াম

বুদ্ধদেব মিশ্র

বাংলার নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে নারী জাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় প্রথম নারী মুক্তির পথকে দেখানোর চেষ্টা করেন। তিনি মনে করতেন যে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে নারীদের মুক্তি দিতে না পারলে কিন্তু ভারত উন্নত দেশে পরিণত হতে পারবে না। সেই কারণে প্রথমেই তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করেন। তাঁকে সংমর্থন করতে এগিয়ে এসেন তৎকালীন ঠাকুর পরিবারের প্রধান কর্তা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, জানবাজারের জমিদার রাজচন্দ্র দাস (রানি রাসমণির স্বামী), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার থেকে শুরু করে দিল্লির নবাব সহ তৎকালীন ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিরা। যদিও খ্রিস্টান মিশনরারী প্রত্যক্ষভাবে রাজা রামমোহন রায়কে সমর্থন করে নারী মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি। তবুও তারা কিন্তু রাজা রামমোহন রায়কে সমর্থন করেন। রামমোহন রায় মনে করতে নারীরা বিজ্ঞানে অংশ গ্রহণ করুক। বিজ্ঞান চর্চা যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই ধর্মীয় কুসংস্কার দূর হতে থাকবে। সেই কারণে স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞান চর্চার ওপরে তিনি জোর দিতে থাকেন। তিনি কোনও ধর্মীয় স্কুল তৈরি করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। সেই কারণে তাঁর সময়ে মাদ্রাসা স্কুল এবং হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি চেয়ে ছিলেন যে বাংলার ইউরোপীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। তাহলে ধর্মীয় কুসংস্কার অচিরেই দূর হবে।

সেই দিকে লক্ষ্য রেখে গত ৮ মার্চ ২০২৬ বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করল বিড়লা মিউজিয়াম। নারীদের স্বাধীনতা অর্জন, তাদের সংগ্রাম এবং সমাজের অবদানকে সম্মান জানানোর জন্য এই দিনটি উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। নারীদের অধিকার, এবং ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠার করার লক্ষ্য নিয়ে শপথ গ্রহণ করা হয়। কলকাতার বিড়লা মিউজিয়ামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হল। বিজ্ঞান সংস্থার তরুণ কুমার দাস, শিক্ষক গোপাল এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে নারীদের বিজ্ঞান চেতনা কীভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। 'বিজ্ঞান ও কুসংস্কার', 'বিজ্ঞানে নারী'-এর ওপর বিশেষ বিজ্ঞান শো-ওপেন হাউস কুইজ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে পুরস্কার পর্ব চলে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

ভালোবাসার চরম পরিণতি মাত্র পাঁচ মাসেই সব শেষ, ব্যাপক চাঞ্চল্য বেলডাঙায়

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১০ মার্চ ঃ বিয়ের পাঁচ মাস কাটতে না কাটতেই এক নববধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার অন্তর্গত সুরুলিয়া গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম শাহানাজ খাতুন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক মৃত শাহনাজের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ মাস আগে সুরুলিয়া গ্রামে, জোড়া মসজিদ ভুসিপাড়ার বাসিন্দা মুকলেশুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে হয় শাহনাজ খাতুনের। বিয়ের পর থেকেই শাহনাজের ওপর বিভিন্ন কারণে অত্যাচার করত তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। এমনকি শাহনাজের স্বামীও নেশা করে এসে তাঁকে মারধর করত বলে অভিযোগ উঠেছে। সোমবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ শাহনাজের শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর বাপের বাড়িতে ফোন করে জানানো হয় সে মারা গেছে। এরপরই তড়িঘড়ি শাহনাজের বাড়ির লোকজন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন খাটের ওপর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে শাহনাজ। বাড়ির লোকেরাই তাঁকে 'সংজ্ঞাহীন' অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা শাহনাজকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও মৃতের শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দাবী , গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে শাহনাজ। তবে এই দাবি মানতে নারাজ শাহনাজের পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের অভিযোগ, শাহনাজকে যেভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেছে, তাতে তাঁরা নিশ্চিত যে তাঁদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে তারপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে বেলডাঙা থানার পুলিশ। মৃত শাহনাজের খুড়তুতো বোন বিউটি খাতুন জানিয়েছেন, গত পাঁচ মাস আগে মুকলেশুর রহমানের সঙ্গে আমার দিদির বিয়ে হয়। তাঁরা ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বলে, বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কথা সে আমাকে ছা।। আর কাউকে বলত না। আমিও তাঁকে বারবার শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিতাম। বিউটি আরও বলেন, গতকাল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ শাহনাজের সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়। তারপর বারবার তাঁকে ফোন করলেও কোনও উত্তর পাইনি। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ হঠাই শাহনাজের ফোন থেকে আমার কাছে ফোন আসে। তখনই শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানায় যে আমার দিদি মারা গেছে। তৎক্ষণাত আমরা তাঁর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে দেখি খাটের ওপর বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে আমার দিদি। যদিও তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন দাবি করেছে, আমার দিদি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। কিন্তু যেভাবে তাঁর দেহ বিছানার উপর পড়েছিল তা দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে তাঁকে আগে শ্বাসরোধ করে খুন করে তারপর দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। আমার দিদিকে যারা এভাবে নৃশংসভাবে খুন করেছে, তাঁদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। শাহনাজের দাদা হাসবির মল্লিক জানিয়েছেন, আমার বোনের স্বামী মুকলেশুর রহমান কোনওরকম কাজকর্ম করে না। উপরন্তু নেশা করে এসে আমার বোনকে মারধর করত। যেহেতু তারা ভালোবেসে করে বিয়ে করেছিল তাই আমার বোন শ্বশুরবাড়িতে খুব মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত। বোনের যেকোনও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমাদের বাড়ি থেকেই কিনে দেওয়া হতো। এমনকি বোন অসুস্থ হলে ডাক্তার পর্যন্ত আমাদের দেখাতে হত। গতকাল মুকলেশুর আমার মাকে ফোন করে বলেছিল শাহনাজকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য। আমরাও সকালে বোনকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু তার আগেই রাতেই স্বামী সহ তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন শাহনাজকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ফেলল। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

কেন্দ্রীয় মেট্রো স্টেশনে অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণের আয়োজন

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মেট্রো রেলওয়ে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং যত্ন নেয়। শুভ্রাংশু এস. মিশ্র, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে 'কলকাতার জীবনরেখা' হিসেবে গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা করেন যাতে আগুনের মতো যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো যায়। যেকোনো অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। আজ, ১০.০৩.২০২৬ তারিখে সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে মাঠ কর্মীদের জন্য একটি অগ্নিনির্বাপণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল। বিভিন্ন অগ্নি এবং ধোঁয়ার পরিস্থিতির সিমুলেশনের মাধ্যমে আগুন নেভাতে মেট্রো কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাফিক বিভাগ, বৈদ্যুতিক বিভাগ এবং আরপিএফ কর্মীরা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ মাঠ কর্মীদের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে আরও তীক্ষ্ণ করবে যাতে তারা যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে পারে, উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনতে পারে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষক-বান্ধব ''আলু সংগ্রহ প্রকল্প''-২০২৬ এর আওতায়, মঙ্গলবার ১০।৩।২৬ তারিখে, ধূপগুড়ির হিমালয়ান কো-অপারেটিভ কোল্ড স্টোরেজ ৪ জন ইচ্ছুক আলু চাষীর কাছ থেকে ২৬০ ব্যাগ আলু সংগ্রহ করেছে, যা ব্লক কৃষি অফিস, ধূপগুড়ি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা অনুসারে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দাবিকে কটাক্ষ মন্ত্রী অরূপ রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১০ মার্চ

ঃ বেলুড় মঠে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দাবিকে কটাক্ষ মন্ত্রী অরূপ রায়ের, তাঁর পাল্টা দাবি স্বচ্ছ নির্বাচন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। মঙ্গলবার সকালে হাওড়ায় বেলুড় মঠ পরিদর্শনে এসে বাংলায় হিংসামুক্ত এবং ভয়মুক্ত নির্বাচন করানোর দাবি জানিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। এদিনই বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায় পাল্টা দাবি করেন, যেভাবে এরাজ্যে বহু বৈধ ভোটারের নাম এসআইআরে বাতিল করা হয়েছে তাতে স্বচ্ছ নির্বাচন কখনোই করানো সম্ভব নয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দাবিকে কার্যত কটাক্ষ করেন করেন মন্ত্রী। বেলুড় মঠে এসে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন ভয় মুক্ত ও হিংসা মুক্ত নির্বাচন করাতে বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন। এরই প্রেক্ষিতে এদিন বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, সদরে দলের সভাপতি গৌতম চৌধুরী ও যুব সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। বেশ কিছু জেনুইন ভোটার যাদের নাম বাদ গেছে তাঁদের সঙ্গে নিয়েই এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। বলা হয় বেলুড় মঠ পুণ্যভূমি। সেখানে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলে গেছেন জ্ঞানেশ কুমার। এতো মানুষের নাম বাদ গেছে। জেনুইন ভোটারের নাম বাদ গেছে। বিচারাধীন বহু মানুষ। এই পরিস্থিতিতে স্বচ্ছ নির্বাচন সম্ভব নয়। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন কখনই সম্ভব নয়। বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন নির্বাচন কমিশনার এমনই দাবি তুলেছে তৃণমূল।

Brajarajpur GP
Under indpur Block
Mudunia Gunnath, Bankura,
Pin-722121
Notice Inviting e-Tender
NieT-16/25-26(XVFC) Memo No-258/Braja/2026, Date- 10/03/2026
Last date of Submission 20.03.2026 (6p.m)
TenderId-2026_ ZPHD_ 1016197 Pradhan, Brajarajpur GP,Indpur Block, Inviting e-Tender of defferent scheme which are available in **www.wbtender.gov.in** web site.
Sd/-Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

যান্ত্রিক পরিষ্কারের চুক্তি
বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭২৬৭২২৩, তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **আইটেম ক্যাটাগরি ঃ** সার্ভিসেস-এর জন্য কাস্টম বিড- আলিপুরদুয়ার জং. রেলওয়ে স্টেশন এবং এর চার্কুলেটিং এলাকায় ০৪ বছর (১৪৬১ দিন) সময়ের জন্য যান্ত্রিক পরিষ্কারের চুক্তি। **আনুমানিক বিড মূল্যঃ** ৩,৮০,৯৬,৬৩৯/-; **ইএমডি মূল্যঃ** ৩,৪০,৫০০/-। বিড সমাপ্তির তারিখ/সময়ঃ **২৭-০৩-২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টা। বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ **২৭-০৩-২০২৬** তারিখের **১৩.৩০** ঘন্টা। উপরোক্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে **https://gem.gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভাতারে পরিবর্তন যাত্রার সভা থেকে তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীক ভট্টাচার্য্যের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার বিধানসভায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভা থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র

আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য্য। মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি তৃণমূল সরকারকে নানা ইস্যুতে কটাক্ষ করেন। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, আপনারা যদি মনে করেন আপনার ছেলে বিএসসি পাশ করে প্রতিদিন ৫০ টাকায় খুশি থাকবে, তাহলে ওই দিকেই যান। আর যদি বড় শিল্প গড়ে তুলে কর্মসংস্থান বাড়াতে চান, তাহলে আমাদের সঙ্গে থাকুন। তার অভিযোগ, রাজ্যে শিল্পের অভাবের কারণেই যুবসমাজ কর্মসংস্থানের সংকটে ভুগছে। এদিন তিনি সাংস্কৃতিক ইস্যুতেও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে আগুন লাগানোর ঘটনাকে তুলে ধরে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে চলছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে এবং মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে শমীক ভট্টাচার্য্য বলেন, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পরেছেন, তাই তার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা তাকে ছুটি দিয়ে দেব, আর সেই ছুটি দেওয়ার জন্য আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শে আগামী দিনে সরকার গঠনের আশাও প্রকাশ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। বক্তব্যে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই মাটি রাসবিহারী বসুর মাটি। সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে কারা রাজনীতি করছে, তা নিয়ে সবাইকে আত্মসমালোচনা করা উচিত।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১০ মার্চ ঃ বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় এক আলোকচিত্রীর মৃত্যু হয়েছে। সোমবার গভীর রাতে ইন্দাস থানার আমপুকুরপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম দেবদাস পাল (৬৮)। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে আলোকচিত্রীর কাজ করতেন। ওইদিন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের ছবি তোলার কাজ সেরে সহকারীকে নিয়ে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ইন্দাসের আমপুকুরপাড় এলাকায় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লাইট পোস্টে ধাক্কা মারে। এতে গুরুতর জখম হন দেবদাস পাল ও তাঁর সহকারী। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দেবদাস পালকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

করলা নদীতে মৎস্যচাষের উদ্যোগ, নতুন দিশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির মধ্যে অন্যতম করলা নদী। দীর্ঘদিন ধরেই এই নদীকে ঘিরে জলপাইগুড়ির মানুষের আবেগ, সংস্কৃতি ও জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নদীর ব্যবহার কমে যাওয়া এবং দূষণের সমস্যায় করলা নদী অনেকটাই গুরুত্ব হারিয়েছিল। এবার সেই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগী হয়েছে প্রশাসন। করলা নদীতে শুরু হতে চলেছে মৎস্যচাষ, যার ফলে একদিকে যেমন নদীর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে, তেমনই স্থানীয় মানুষের জন্য তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ। জলপাইগুড়ি পুরসভা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নদীর নির্দিষ্ট অংশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা হবে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সমীক্ষা এবং পরিকল্পনার কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নদীর পরিবেশের ক্ষতি না করেই কীভাবে এই মৎস্যচাষ করা যায়, সেই বিষয়টি বিশেষভাবে মাথায় রাখা হচ্ছে। করলা নদী জলপাইগুড়ি শহরের বুক চিরে বয়ে চলেছে। শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির পাশাপাশি এই নদী একসময় স্থানীয় অর্থনীতিতেও বড় ভূমিকা পালন করত। কিন্তু ধীরে ধীরে নদীর জলস্তর কমে যাওয়া, দূষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নদীটি তার আগের গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। সেই পরিস্থিতি বদলাতে কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নদীর সৌন্দর্যায়ন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং নদীকে কেন্দ্র করে পর্যটনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটেই মৎস্যচাষের পরিকল্পনা নতুন করে আশার আলো দেখাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি সঠিক পদ্ধতিতে নদীতে মাছ চাষ করা যায়, তাহলে তা একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে, তেমনই নদীর জলের গুণগত মান রক্ষাতেও সহায়ক হতে পারে। তবে এর জন্য নিয়মিত নজরদারি এবং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে নদীর একটি নির্দিষ্ট অংশে মাছের পোনা ছাড়া হবে। পরে সেই মাছের বৃদ্ধি, পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং অর্থনৈতিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। মাছের প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে, যাতে নদীর স্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জন্যও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অনেকেই মনে করছেন, নদীতে মাছ চাষ শুরু হলে বহু মানুষের জীবিকার নতুন পথ খুলে যাবে। বিশেষ করে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে মাছ ধরার পেশার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই উদ্যোগ লাভজনক হতে পারে। পাশাপাশি স্থানীয় বাজারেও তাজা মাছের জোগান বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, পরিবেশগত দিক থেকেও এই প্রকল্পের গুরুত্ব রয়েছে। নদীর জল যাতে দূষিত না হয় এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় থাকে, সেই বিষয়েও প্রশাসন সতর্ক। মৎস্যচাষের পাশাপাশি নদীকে পরিষ্কার রাখার জন্যও সচেতনতামূলক উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, করলা নদীকে ঘিরে যদি নতুন করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়, তাহলে তা গোটা এলাকার উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। একই সঙ্গে নদীকে ঘিরে মানুষের আগ্রহও বাড়বে, যা নদী সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে। তবে কিছু পরিবেশবিদের মতে, নদীতে মৎস্যচাষ শুরু করার আগে পরিবেশগত দিকটি আরও গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। নদীর প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ওপর যাতে কোনও নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজন বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন। সব মিলিয়ে, করলা নদীতে মৎস্যচাষের পরিকল্পনা জলপাইগুড়িতে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। যদি সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, তাহলে নদীকে ঘিরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণও সম্ভব হবে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনের এই উদ্যোগ বাস্তবে কতটা সফল হয় এবং করলা নদীকে ঘিরে জলপাইগুড়ির মানুষের নতুন আশার গল্প কতদূর এগোয়।

ব্রিগেড সমাবেশে যোগদানের জন্য কোচবিহার থেকে রওনা দেবে দুটি বিশেষ ট্রেন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ মার্চ ঃ আগামী ১৪ তারিখ বিজেপির ব্রিগেড সমাবেশ। ব্রিগেড সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে তাই কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি নেতৃত্ব থেকে কর্মী সকলেই। ইতিমধ্যে পরিবর্তন যাত্রা কোচবিহার থেকে শুরু করেছিল বিজেপি। এবার ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষ্যে কোচবিহার থেকে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে আগামী ১৩ তারিখ রওনা দেবে দুটি বিশেষ ট্রেন। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজি বর্মন জানিয়েছেন - এবার সরকার পাল্টাবে মানুষ শুধু সময়ের অপেক্ষা করছে। আগামী ১৪ তারিখ কলকাতার ব্রিগেড সমাবেশে সবচাইতে বড় ব্রিগেড সমাবেশ করবে বিজেপি। ইতিমধ্যে কর্মী সমর্থকেরা তৈরি হয়ে গেছেন। ১৩ তারিখ কোচবিহার থেকে দুটি বিশেষ ট্রেন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে রওনা দেবে কলকাতার উদ্দেশ্যে। যার একটি ট্রেন ছাড়বে নিউ কোচবিহার স্টেশন থেকে এবং একটি ট্রেন ছাড়বে তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে। পাশাপাশি তিনি বলেন এছাড়াও প্রায় ৪০ টি বাস ভাড়া করে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হবে। তিনি জানিয়েছেন পনেরো হাজারেরও বেশি কর্মী সমর্থক ব্রিগেড সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে কোচবিহার থেকে কলকাতায় যাবেন। তিনি আরো বলেন ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যে গ্রামে গঞ্জে প্রচার শুরু হয়েছে। তারা ছোট ছোট বৈঠক করে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছেন। যদিও অভিজিত বর্মনের বক্তব্যের সাথে কিছুটা হলেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে জেলা জুড়ে কারণ ১৪ তারিখ ব্রিগেড সমাবেশ উপলক্ষ্যে এখনো পর্যন্ত একটিও পোস্টার চোখে পড়েনি কোচবিহার জেলাতে। একদিকে যখন এস আই আর ইস্যুতে শাসক দল কোমর বেঁধে নেমেছে ঠিক সেই পরিস্থিতিতে ১ মার্চ কোচবিহার থেকে পরিবর্তন যাত্রার রথের সূচনা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি যদিও সেদিন তারই সভায় জনসমাবেশ ছিল বেশ কম জানিযে. কটাক্ষ করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর দোল পূর্ণিমা শেষ হওয়ার পর দিন সেই রথ রওনা দেয় বিভিন্ন বিধানসভার উদ্দেশ্যে। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে রথের চাকা ঘোরার আগেই তারপর হামলা চালায় তৃণমূল দুষ্কৃতীরা এমনটাই অভিযোগ করেছিল বিজেপি জানিয়ে রীতিমতো অশ্বস্তিতে পড়েছিল প্রশাসন। এমতাবস্থায় আগামী ১৪ তারিখ ব্রিগেড সমাবেশ সফল করতে তাই কোমর বেঁধে নেমেছে বিজেপি। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বষীয়ান নেতা তথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - রাজনৈতিক দলের নিজস্ব কর্মসূচি থাকতে পারে তা দিয়ে আমার বলার কিছু নেই। তবে বিজেপির সাথে মানুষ নেই। দিল্লির নেতাদের দিয়ে ভোট বিতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে সংগঠন বিজেপির শূন্য তাই কর্পোরেট স্টাইলে দল পরিচালনা করছে আর এস আইয়ারের জুজু দেখাচ্ছে মানুষকে। এখন দেখার আগামী ১৪ তারিখ ব্রিগেড সমাবেশে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা তাদের কথাটা উপস্থিতি জানান দেন। এর আগে বারংবার যখন বিরোধীরা যেকোন জনসভা কর্মসূচি গ্রহণ করে তখনই রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি হয় কোচবিহার জেলা জুড়ে। এবারো কি সেই একই ছবি দেখতে পাওয়া যাবে? এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ।

দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, যা ১৯৪৯ সালে সংসদের একটি আইন-চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাক্ট, ১৯৪৯-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৪.৫ লক্ষের ও বেশি পেশাদার সদস্য এবং ১০ লক্ষের ও বেশি শিক্ষার্থীর সদস্যপদ নিয়ে আইসিএআই বিশ্বের বৃহত্তম পেশাদার অ্যাকাউন্টিং সংস্থা গুলোর মধ্যে অন্যতম।

মৌলেদের মহল পাসের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে বন দফতরে ডেপুটেশন এপিডিআর ও মৎস্যজীবিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ১০ মার্চ ঃ সুন্দরবনের মৌলেদের মহল পাসের সময়সীমা কমিয়ে দেওয়ার

বিরুদ্ধে মঙ্গলবার বন দফতরের কুলতলির চিতুরি বিট অফিসে ডেপুটেশন দিলো এপিডিআর মৎস্যজীবিদের সাথে নিয়ে। এই ব্যাপারে এপিডিআরের দঃ ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল বলেন, প্রতি বছর চৈত্র মাসে সুন্দরবনের জঙ্গলে মৌলেদের তিন দফায় মহল পাস দেওয়া হয়। বিগত তিনবছর আগে তিন দফায় মানে ১৫ দিন করে তিন বার মৎস্যজীবীদের মহল পাস দেওয়া হতো। কিন্তু গত বছর এবং তার আগের বছর মহল পাস তিন দফা থেকে কমিয়ে এক দফায় নিয়ে আসা হয়। কারন বনদপ্তর কর্পোরেটদের মধুর জন্য কৃত্রিম বাক্স বসাচ্ছে, যা ইউরোপীয় মৌমাছি যার ফলে সুন্দরবন বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হচ্ছে। জঙ্গলের চাষের মধু কমে যাচ্ছে, যার দরুন জঙ্গলের চাষের মধু কম হচ্ছে এবং সুন্দরবনে জিআই প্রাপ্ত মধুর মান নিম্ন হচ্ছে কারন বাক্সের চাকের সামনে চিনি মেশানো হচ্ছে, যা বিশ্ব বাজারে খারাপ মধু হিসাবে প্রভাব পড়ছে। ঐ মধু কম দামে বনদপ্তর কিনে তার চাহিদা পুরন করছে। মৌলেদের মধু আর নেওয়া হচ্ছে না। ফল স্বরুপ তিন দফা থেকে মহল পাস কমিয়ে একদফায় নিয়ে আসা হচ্ছে যা মৌলেদের জীবন জীবিকার উপর সরাসরি আঘাত। আমরা জানি সরকার বনদপ্তর জঙ্গলকে কোর এরিয়া ঘোষনা করে দিন দিন জঙ্গল সংকুচিত করেছে। যার দরুন জঙ্গলবাসী কাজ হারাচ্ছে এবং সুন্দরবনে পরিযায়ী শ্রমিক কাজে ভীন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। মৌলেদের এই বঞ্চনা ও উখাত এর বিরুদ্ধে এপিডিআর মানবাধিকার সংগঠনের উদ্যোগে এদিন কুলতলির দেউলবাড়ি অঞ্চল গ্রামবাসী ও মৎস্যজীবী মৌলেদের চার দফা দাবি নিয়ে চিতুড়ি বনদপ্তরে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের ডেপুটেশনের দাবি গুলো হল- জঙ্গলের মধ্যে কৃত্রিম মধুর বাক্স বসানো বন্ধ করতে হবে। এক দফায় নয় মহল পাস তিন দফায় চালু করতে হবে। মধুর দাম কিলো প্রতি ৩৫০ টাকা বাড়াতে হবে। সুন্দরবনের সমস্ত জায়গায় মধুর দাম সমান হারে দিতে হবে।

বেলিয়াবেড়ায় যৌথ রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ১০ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝাড়গ্রাম জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ রুট মার্চ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার বেলিয়াবেড়া থানার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ রুট মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এদিন গোহালমারা, বাগুযাশোল, রাইপাল, রামগড় সহ বেলিযাবেড়া থানা এলাকার একাধিক গ্রামে টহল দেন পুলিশ আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders (2nd Call) for "Construction of CC Path at various places in different wards within Cooch Behar Municipality"

Ward No.	Tender Id	
17	2026_ MAD _1020541_ 1	Rs. 478543.86
20	2026_MAD _1020541_ 2	Rs. 478543.86
Submission end date of above tenders- 18/03/2026		

Details information will be available from the website -
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii) www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage two bid system for the following work: **NIT No. : KMC/DG(C)/VI/061/038/2025-2026/D** Name of the work: **Improvement of damaged roads and pot holes by bituminous surfacing along 9 North Range, 55 to 47 Elliot Road, 1 to 19 Parak Lane to Prevent Road Dust in Ward No.-61.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,86,547.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **19.03.2026 - 5 P.M.** Tender opened on: **23.03.2026 (5 P.M.).** The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 (5 P.M.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, BR-X, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/521/25-26 Name of the work: **Installation of flood lights, lamp-posts and other electrical works at Jhoro Bustee Math and adjacent areas under Ward No.-94, BR-X.** Estimated amount: ₹ **1,99,312.39.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **7 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/522/25-26 Name of the work: **Installation of flood lights, glow-sign boards and other allied electrical works at and around Uttaran Community Hall under Ward No.-94, BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,50,613.32.** Earnest money: ₹ **5,100.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of completion of bid: **18.03.2026 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 from 5 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites e-tender online, two part bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/912 Name of the work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping at Park Street, Rawdon Street, Loudon Street & Russel Street in Ward No.-63, BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,19,750.00.** Earnest money: ₹ **8,400.00.** Period of completion: **365 days.**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/913 Name of the work: **Supply of services of electrical system for operation and routine upkeeping at Elliot Park, Citizen Park, Indira Park & other Park in Ward No.-63 under BR-VII.** Estimated amount: ₹ **4,73,040.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **365 days.**
(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2025-2026/914 Name of the work: **Restoration of CCTV surveillance system inside Elliot Park at Jawaharlal Nehru Road under Ward No.-63.** Estimated amount: ₹ **4,74,205.10.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **18.03.2026 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** Tender (Technical) opening date: **18.03.2026 at 4 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 from 2 P.M. (For Sl. No. 1 to 3).** For full and further details, please visit the website: **https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/ corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only **(For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/921 (1st Call) Name of the work: **Repairing of roads (Portion) of C R Avenue, Nirmal Ch. Street and B B Ganguly Street under BR-VI.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,96,988.48.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **02.04.2026 - 12 Noon.**
(2) NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/867 (1st Call) Name of the work: **Repairing of roads (Portion) of G. R. Road, Hazra Road etc. in patches under BR-IX.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **4,97,631.44 (excluding contingency amount).** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of all bids: **27.03.2026 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **18.03.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1) and 14.03.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (C)/Environment & Heritage, KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : APAS/01/154/166/0003/R3 (4th Call) Name of the work: **Construction of Ghat at Pond behind Ajatshatru Club in Ward No.-129 under BR-XIV.** Estimated amount: ₹ **3,97,085.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No. : APAS/01/154/154/0009 Name of the work: **Renovation of Ghat Steps at Noapukur Park in Ward No.-130 under BR-XIV.** Estimated amount: ₹ **1,01,557.00.** Earnest money: ₹ **2,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **23.03.2026 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **10.03.2026 (12 Noon) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://tenders.wb.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Dy. Chief Engineer (M)/(Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/S_D/P/ILLU/25-26 (1st Call) Name of the work: **Installation of LED lighting arrangement for proper illumination system at the Pump House and Pumping Station Compound with other allied works at Patuli Drainage Pumping Station.** Estimated cost: ₹ **2,94,505.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **24.03.2026 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **10.03.2026 - 2 P.M.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/S_D/BSTP/07/25-26 (1st Call) Name of the work: **Installation of LED lighting arrangement for proper illumination system along with the electrical wiring, and other allied electrical works at Baghajatin STP.** Estimated cost: ₹ **4,91,921.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **7 days.** Last date and time of submission of bid: **24.03.2026 - 2 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **11.03.2026 - 2 P.M.** from the website: **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/018/023/2025-2026/UTTARAN (2nd Call); (2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR II/017/03/2026-2027 published in this Newspaper on **28.02.2026** (Key No. 2340/25-26) of **Engineering (Civil)/BR-II Department** (Sl. No. 2 & 3). Last date and time of submission of bid will be read as **16.03.2026 at 11 A.M.** (For Sl. No. 1), **12.03.2026 at 11 A.M.** (For Sl. No. 2) instead of 07.03.2026 at 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2). (2385/25-26)

প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে অসমের রেল সংযোগ আরও শক্তিশালী,, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি প্রান্তকে সংযুক্ত করার প্রতিশ্রুতি

মালিগাঁও, ১০মার্চঃ কয়েক দশক ধরে, অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ে ইতিহাস সীমিত যোগাযোগ এবং ধীর অগ্রগতির জন্য পরিচিত ছিল। কঠিন ভৌগোলিক পরিস্থিতি, সীমিত বিনিয়োগ এবং অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্যে, এই পরিস্থিতি এখন দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, অসম এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের রেলওয়ে রূপান্তরের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যা আধুনিক সংযোগ, সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সুযোগের নতুন পথ খুলে দিয়েছে।

এই রূপান্তর সবচেয়ে দৃশ্যমান রেল বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে ২০০৯-১৪ সময়সীমায়,অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য গড় বার্ষিক রেল বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ২,১২২ কোটি টাকা।২০২৬-২৭ বর্ষে এটি বৃদ্ধি হয়ে ১১,৪৮৬ কোটি টাকা হয়েছে,যা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধিকেবল অধিক বিনিয়োগই নয়, বরং এই অঞ্চলের উন্নয়নের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকেও প্রতিফলিত করে। এই উল্লেখযোগ্য বিনিযোগে অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃহ রেলওয়ে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে। বর্তমানে, এই অঞ্চলে ৭২,৪৬৮ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের রেল প্রকল্পগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে এগিয়ে চলছে।এর মধ্যে রয়েছে নতুন রেললাইন নির্মাণ, স্টেশন আধুনিকীকরণ এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা-সম্পর্কিত পদক্ষেপ। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য, অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬০টি রেলওয়ে স্টেশনকে পুনর্বিকাশ করা হচ্ছে। প্রায় ২,১০১ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে,এই স্টেশনগুলিকে আধুনিক যাত্রী সুযোগ-সুবিধা, উন্নত অ্যাক্সেসযোগ্যতা, মডার্ন ডিজাইন এবং ডিজিটাল সুবিধা দিয়ে উন্নীত করা হচ্ছে।এর মধ্যে হয়বরগাঁও স্টেশনের পুনর্বিকাশেরকাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণও উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে। ২০১৪ থেকে অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১,৯০০ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মিত হয়েছে।এই সম্প্রসারণ শ্রীলঙ্কার সমগ্র রেলওয়ে নেটওয়ার্কের চেয়েও অধিক। রেলওয়ে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রেও অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা গেছে। অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের মতো রাজ্যগুলি ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণ করা হচ্ছে, অন্যদিকে অসমও সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকরণের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। সুরক্ষিত ও সুগম ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য, ৫০২টি রেল ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে লেভেল ক্রসিং সম্পর্কিত সমস্যা হ্রাস হয়েছে এবং যাত্রী ও যানবাহনের জন্য সুরক্ষিত চলাচল নিশ্চিত করেছে। রেলওয়ে সুরক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। ভারতের স্বদেশী'কবচ' স্বয়ংক্রিয় ট্রেন সুরক্ষা ব্যবস্থা অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১,১৯৭ রুট কিলোমিটার রেলপথে এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ২৩৫ রুট কিলোমিটারে কাজ ও টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য আধুনিক ট্রেন পরিষেবাও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।এই অঞ্চলে এখন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস এবং অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের মতো উন্নত ট্রেন পরিষেবাচালু হয়েছে, যার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দেশের বাকি অংশের সাথে দ্রুত, সুরক্ষিত এবং আরও আরামদায়ক রেল যোগাযোগ নিশ্চিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অসমের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে প্রকল্প এবং ট্রেন পরিষেবা উৎসর্গ এবং উদ্বোধন করবেন।এই পদক্ষেপগুলির লক্ষ্য কেবল ভ্রমণকে সহজ করা নয় বরং এই অঞ্চলের অর্থনীতি, বাণিজ্য, পর্যটন এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। প্রধানমন্ত্রী ফরকাটিং-তিনসুকিয়া ডাবলিং প্রকল্পের (১৯৪ কিমি) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, যা আপার অসমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। প্রকল্প সমাপ্তির পর,এই লাইনের দ্বৈতকরণের ফলে এই রুটে ট্রেন চলাচলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং যাত্রী ও মালবাহী উভয় ট্রেনের চলাচল আরও সুগম হবে।

হুগলিতে 'মেরা যুব ভারত' প্রকল্পের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ৪ শতাধিক প্রতিযোগী ও বিশিষ্টদের সমাগম

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ১০ মার্চ ঃ সম্প্রতিকেন্দ্রীয় সরকারের 'মেরা যুব ভারত' প্রকল্পের অধীনে গত রবিবার হুগলি জেলার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা জাঁকজমকপূর্ণভাবে সম্পন্ন হলো। বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয় (বিএনএম) সংলগ্ন মাঠে। আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। দিনভর নানা ইভেন্টের মধ্য দিয়ে এক প্রাণবন্ত ক্রীড়া উৎসবের সাক্ষী থাকল কলেজ প্রাঙ্গণ। অনুষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. গৌতম বীট। প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় ১০ জন অফিশিয়ালসহ ক্রীড়াজগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন আইটিইউসি সদস্য মহুয়া হুই, যাঁর অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রতিযোগীদের মধ্যে বাড়তি উদ্দীপনা জোগায়। অনুষ্ঠানে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন জাতীয় ভলিবল খেলোয়াড় রঞ্জনা কাউর। কিছুটা আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, আমাদের সময়ে প্রচুর প্রতিকূলতা ও

সরকারি সহযোগিতার অভাব সত্ত্বেও আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খেলেছি। বর্তমান প্রজন্মের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি, যা তাদের কাজে লাগানো উচিত। অন্যদিকে, প্রকল্পের হিসাবরক্ষক জানান, তৃণমূল স্তরের প্রতিভাগুলোকে সঠিক মঞ্চ করে দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজর কো়েছে অ্যাথলেটিক কোচ আমজাদ আলীর। তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, তাঁর অনেক ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে, যা তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দের দিন। প্রতিযোগিতার সাফল্য নিশ্চিত করতে সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রম ও তদারকি করেন ফেন্সিং কোচ উজ্জ্বল দাস। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পাশাপাশি আগামী দিনে এই তরুণ প্রতিভারা যেন বড় মঞ্চে জেলার নাম উজ্জ্বল করতে পারে, সেই আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা। বিকেলের দিকে একরাশ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এই জেলাভিত্তিক ক্রীড়া উৎসব।

১১ মার্চ কেরালা এবং তামিলনাড়ু সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ মার্চ ২০২৬ তারিখে কেরালা এবং তামিলনাড়ু সফর করবেন। দুপুর ১.৩০ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী কেরালার এর্নাকুলামে প্রায় ১০,৮০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং পতাকা উত্তোলন করবেন। প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির সময় জনসমাবেশের উদ্দেশ্যেও ভাষণ দেবেন। এরপর বিকেল ৫.৪৫ মিনিটে, প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে প্রায় ৫,৬৫০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে জনসমাবেশের উদ্দেশ্যেও ভাষণ দেবেন। প্রধানমন্ত্রী এর্নাকুলামে প্রধানমন্ত্রী ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের (বিপিসিএল) কোচি রিফাইনারিতে পলিপ্রোপিলিন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই প্রকল্পে বিনিয়োগ ৫,৫০০ কোটি টাকারও বেশি। এই পলিপ্রোপিলিন ইউনিটের ক্ষমতা বার্ষিক ৪০০ কিলো টন। পলিপ্রোপিলিন হল প্যাকেজিং, মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, টেক্সটাইল এবং গৃহস্থালীর পণ্যে ব্যবহৃত একটি অপরিহার্য উপাদান। এই সুবিধাটি ভারতের অভ্যন্তরীণ পলিমার উৎপাদন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে, আমদানি নির্ভরতা কমাবে, শিল্প প্রবৃদ্ধিকে উসাহিত করবে এবং এই অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। সড়ক অবকাঠামো খাতে, প্রধানমন্ত্রী দুটি প্রধান মহাসড়ক প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। প্রথমটি হল২,৫৫০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত জাতীয় সড়ক-৬৬-এর থালাপাডি-চেঙ্গালা অংশের ছয়-লেন নির্মাণ। এটি অংশটিমুম্বাই-কন্যাকুমারী অর্থনৈতিক করিডোরের অংশ এবংকাসারগোড় এবং কান্নুর জেলা এবং ম্যাঙ্গালোর এবং মুম্বাপিলাঙ্গড় সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে সংযোগ জোরদার করবে।প্রকল্পটি কাসারগোড়, বেকাল, পায়্যান্নুর এবং কান্নুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির সাথে সংযোগ উন্নত করবে,আজিক্কাল বন্দরের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করবে এবং পর্যটন ও বাণিজ্যকে সমর্থন করবে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি হল ভেঙ্গালাম থেকে রামানাট্টুকারা পর্যন্ত কোঝিকোড় বাইপাস ছয় লেনের নির্মাণ, যা প্রায় ₹২,১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত। এই প্রকল্পটি বিদ্যমান অবিভক্ত দুই লেনের সড়কটিকে ছয় লেনের মহাসড়কে উন্নীত করে উভয় পাশে পরিষেবা সড়ক স্থাপন করবে। এটি যানজট উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে, যানবাহনের সক্ষমতা উন্নত করবে এবং সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করবে। এই অংশে ভ্রমণের সময় এক ঘন্টারও বেশি সময় থেকে কমিয়ে প্রায় ১৫-২০ মিনিটে আনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রকল্পটি কোঝিকোড় সমুদ্র সৈকত, বেপোর বন্দর এবং কাপ্পাড় সমুদ্র সৈকতের মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থলগুলির সাথে সংযোগ উন্নত করবে, যা এই অঞ্চলে পর্যটন এবং বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে।প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার আওতায় নির্মিত ২৩টি গ্রামীণ রাস্তার উদ্বোধনও করবেন। এই রাস্তাগুলি গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করবে এবং বাজার, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত করবে, যার ফলে গ্রামীণ জীবিকা জোরদার হবে।প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে তিনটি পুনর্বিকশিত রেলওয়ে স্টেশন উদ্বোধন করবেন - শোরানুর জংশন, কুট্টিপুরম এবং চাঙ্গানাসেরি। এই স্টেশনগুলিকে উন্নত যাত্রী সুবিধা এবং উন্নত অ্যাক্সেসযোগ্যতার সাথে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। পুনর্বিকাশ স্থানীয় স্থাপত্য উপাদানগুলিকে একীভূত করে যাত্রীদের জন্য আধুনিক, নিরাপদ এবং সুবিধাজনক ভ্রমণ অনুভব তৈরি করবে।প্রধানমন্ত্রী শোরানুর-নিলাম্বুর রোড রেলওয়ে লাইন বিদ্যুতায়ন প্রকল্পটি জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ রেল বিভাগের বিদ্যুতায়নের ফলে শোরানুরে লোকোমোটিভ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দ্রুত, আরও দক্ষ এবং টেকসই ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রী পলাক্কাদ এবং পোল্লাচির মধ্যে একটি নতুন ট্রেন পরিষেবারও উদ্বোধন করবেন, যা কেরালা এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে রেল যোগাযোগকে শক্তিশালী করবে। এই পরিষেবাটি দুই রাজ্যের মধ্যে যাতায়াতকারী প্রতিদিনের যাত্রী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী এবং পর্যটকদের জন্য উপকারী হবে।প্রধানমন্ত্রী কেরালার কোল্লাম জেলার পশ্চিম কাল্লাদায় ৫০ মেগাওয়াট ভাসমান সৌর প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই প্রকল্পটি ভারতের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে এবং টেকসই এবং কম কার্বন শক্তির ভবিষ্যতের প্রতি দেশের প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করবে। তিরুচিরাপল্লীতে প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৫,৬৫০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করবেন। প্রকল্পগুলি পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস অবকাঠামো, লুব্রিকেন্ট উৎপাদন, গ্রামীণ সংযোগ, মহাসড়ক উন্নয়ন এবং রেল পরিষেবা সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। পেট্রোলিয়াম খাতে, প্রধানমন্ত্রী নীলগিরি এবং ইরোড জেলায় ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের সিটি গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। ₹৩,৮৬০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগে। এই প্রকল্পটি ৮.৮ লক্ষেরও বেশি পরিবারকে পিএনজি সংযোগ প্রদান করবে, ২০০ টিরও বেশি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ করবে এবং ২০১ টিরও বেশি সিএনজি স্টেশন স্থাপন করবে। প্রধানমন্ত্রী চেন্নাইয়ের মানালিতে ইন্ডিয়ান

বাণিজ্যের ভোল বদলে দিতে পূর্ব রেলের একগুচ্ছ নতুন স্টপেজ

কলকাতা, ১০ মার্চঃ জনসাধারণের সুবিধা বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানিয়ে, পূর্ব রেল গত ছয় মাসে তাদের পরিষেবা নেটওয়ার্কের এক বিশাল সম্প্রসারণ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ডিভিশনের একাধিক স্টেশনে বিভিন্ন ট্রেনের অভূতপূর্ব সংখ্যক নতুন স্টপেজ চালু করা হয়েছে, যা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে প্রধান শহর কেন্দ্রগুলোর দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভার কমিটি রেলপথ মন্ত্রকের দুইটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে আজ অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভার কমিটি রেলপথ মন্ত্রকের ০২ (দুই)টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে যার মোট ব্যয় ৪,৪৭৪ কোটি টাকা (প্রায়)। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে। সাঁইথিয়া-পাকুর চতুর্থ লাইন সাঁতরাগাছি - খড়গপুর চতুর্থ লাইনবর্ধিত লাইনের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে গতিশীলতা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে ভারতীয় রেলের জন্য

পরিচালন দক্ষতা এবং পরিষেবা নির্ভরযোগ্যতা উন্নত হবে। এই মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রস্তাবগুলি কার্যক্রমকে সহজতর করতে এবং যানজট কমাতে প্রস্তুত। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির একটি নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যা এই অঞ্চলের জনগণকে আত্মনির্ভর করে তুলবে, যা এই অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থানস্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে। প্রকল্পগুলি প্রধানমন্ত্রী-গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং অংশীদারদের পরামর্শের মাধ্যমে বহু-মডেল সংযোগ এবং লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রকল্পগুলি মানুষ, পণ্য এবং পরিষেবার চলাচলের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ প্রদান করবে।পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ৫টি জেলা জুড়ে অবস্থিত ০২ (দুই) প্রকল্পগুলি ভারতীয় রেলের বিদ্যমান নেটওয়ার্ককে প্রায় ১৯২ কিলোমিটার বৃদ্ধি করবে। অনুমোদিত মাল্টি-ট্র্যাকিং প্রকল্পটি প্রায় ১৪৭ লক্ষ জনসংখ্যার প্রায় ৫,৬৫২টি গ্রামের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। প্রস্তাবিত ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বোলপুর-শান্তিনিকেতন, নন্দীকেশ্বরী মন্দির (শক্তিপীঠ), তারাপীঠ (শক্তিপীঠ), পটচিত্র গ্রাম, ধাদিকা বন, ভীমবন্ধ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, রামেশ্বর কুণ্ড ইত্যাদি সহ দেশের বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট পর্যটন কেন্দ্রের সাথে রেল যোগাযোগ উন্নত হবে।অনুমোদিত প্রকল্পগুলি কয়লা, পাথর, ডলোমাইট, সিমেন্ট , স্ল্যাগ, জিপসাম, লোহা ও ইস্পাত, খাদ্যশস্য, পিওএল, কন্টেইনার ইত্যাদি পণ্য পরিবহনের জন্য অপরিহার্য রুট। ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজের ফলে ৩১ এমটিপিএ (প্রতি বছর মিলিয়ন টন) অতিরিক্ত মালবাহী পরিবহন বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশবান্ধব এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে রেলপথ জলবায়ু লক্ষ্য অর্জন এবং দেশের সরবরাহ ব্যয় হ্রাস করতে, তেল আমদানি (০৬ কোটি লিটার) হ্রাস করতে এবং CO_2 নির্গমন (২৮ কোটি কেজি) হ্রাস করতে সহায়তা করবে, যা ০১ (এক) কোটি গাছ লাগানোর সমতুল্য।

ভদোদরা-মাউ-ভাদোদরা সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ১০ মার্চঃ হোলি উৎসবের পরে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১৪, ২১ এবং ২৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখ থেকে প্রতি শনিবার ভদোদরা থেকে ০৯১৯৫ /০৯১৯৬ ভদোদরা-মাউ-ভাদোদরা সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেন এবং ১৫, ২২ এবং ২৯ মার্চ, ২০২৬ তারিখ থেকে প্রতি রবিবার মাউ থেকে নিম্নরূপে ০৯১৯৫ / ০৯১৯৬ ভদোদরা-মাউ-ভাদোদরা সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেন পরিচালনা করবে। এই ট্রেনটি আগ্রা দুর্গের পরিবর্তে ইদগাহ (আগ্রা) এ থামবে।০৯১৯৫ ভাদোদরা-মাউ সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১৪, ২১ এবং ২৮ মার্চ, ২০২৬ তারিখে প্রতি শনিবার ভদোদরা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ টায. ছেড়ে যাবে। গোধরা থেকে রাত ৮.০০ টায়, দাহোদ থেকে রাত ৮.৫২ টায়, রাতলাম থেকে রাত ৮.৪৫ টায়, কোটা থেকে রাত ৮.৪৫ টায়, বায়ানা থেকে রাত ৬.২৫ টায়, আগ্রা দুর্গের পরিবর্তে ঈদগাহ (আগ্রা) থেকে সকাল ৭.৩৫ টায়, টুন্ডলা থেকে রাত ৮.১০ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে রাত ১১.৪২ টায়, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) দুপুর ১.২০ টায়, সুলতানপুর থেকে দুপুর ১.৩৫ টায়. এবং বারাণসী থেকে সন্ধ্যা ৭.০৫ টায় মাউ পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৯১৯৬ মাউ - ভাদোদরা সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেনটি ১৫, ২২ এবং ২৯ মার্চ, ২০২৬ তারিখে প্রতি রবিবার রাত ২৩.১৫ মিনিটে মাউ ছেড়ে যাবে এবং বারাণসী জংশন থেকে ০১.১০ মিনিটে, সুলতানপুর থেকে ০৩.২০ মিনিটে, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) থেকে ০৫.৩৫ মিনিটে, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে ০৭.১০ মিনিটে, টুন্ডলা থেকে ১০.৪৫ মিনিটে, আগ্রা দুর্গের পরিবর্তে ঈদগাহ (আগ্রা) থেকে ১১.২৫ মিনিটে, বায়ানা থেকে ১২.৩০ মিনিটে, কোটা থেকে ১৫.৩৫ মিনিটে, রতলম থেকে ১৯.৫০ মিনিটে, দাহোদ থেকে ২১.১৩ মিনিটে এবং গোধরা থেকে ২৩.১০ মিনিটে তৃতীয় দিনে ভদোদরা পৌঁছাবে এবং তৃতীয় দিনে ০০.৪৫ মিনিটে ভাদোদরা পৌঁছাবে।এই ট্রেনে ২১টি কোচ থাকবে যার মধ্যে রয়েছে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, ০৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ, ০১টি এসি প্রথম শ্রেণীর কোচ, ০২টি এসি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ, ০৬টি এসি তৃতীয় শ্রেণীর কোচ, ০৬টি স্লিপার ক্লাস কোচ এবং ০১টি এলএসএলআরডি কোচ।

ভোটার তালিকা বিতর্কে উত্তাপ বাড়ছে, মমতার অবস্থানের সমর্থনে দিনহাটায় অনশনে উদয়ন গুহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা, ১০ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে-এই অভিযোগ তুলে ধর্মতলায় অবস্থান-বিক্ষোভে বসেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সেই আন্দোলনের চতুর্থ দিনে তাঁর অবস্থানকে সমর্থন জানিয়ে উত্তরবঙ্গের দিনহাটায় গণঅনশনে বসলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সোমবার সকাল থেকেই দিনহাটা মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন উদয়ন গুহ। তাঁর নেতৃত্বে স্থানীয় তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও বিভিন্ন ব্লক নেতৃত্বের প্রতিনিধিরাও আন্দোলনে সামিল হন। মন্ত্রীর দাবি, পরিকল্পিতভাবে বহু বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে এবং অনেক জনপ্রতিনিধির নামও ' তালিকায় রেখে মানসিক চাপ তৈরি করা হচ্ছে। উদয়ন গুহ বলেন, আমাদের নেত্রী কলকাতায় অবস্থান করছেন। সেই অবস্থানের সমর্থনেই আমরা দিনহাটায় গণঅনশনে বসেছি। বহু মানুষ বছরের পর বছর ভোট দিয়ে আসছেন, অথচ এখন তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে এই কাজ করছে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

NAME CHANGE

I, Abdul Samad Mondal (Old Name) S/o Mahasin Mondal Residing at Ramnagar, Kumari Ramnagar, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Chhamad Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 69/2026 Dated 10-03-2026. Abdul Samad Mondal (Old Name) and Chhamad Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mst Syma Khatun (Old Name) D/o Raphikul Sarkar W/o Sk Nizamuddin Residing at Vill - Harat, P.o - Mohistikri, P.s - Haripal, District - Hooghly, Pin - 712223, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Saima Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 70/2026 Dated 10-03-2026. Mst Syma Khatun (Old Name) and Saima Khatun (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rofikul Sarkar (Old Name) S/o Late Jayed Sarkar Residing at Vill - Podua, P.o - Karicha, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712409, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Raphikul Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 68/2026 Dated 10-03-2026. Rofikul Sarkar (Old Name) and Raphikul Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Siraj (Old Name) S/o Sk Sajeda Residing at Vill - Gopalpur, P.o - Gopalpur, P.s - Mahisadal, District - East Medinipur, Pin - 721628, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Siraj Ali (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-03-2026. Sk Siraj (Old Name) and Sk Siraj Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rizia Bibi (Old Name) D/o Late Yousub Mondal Residing at Vill - Seicendarpur, P.o - Puinan, P.s - Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Rijiya Begam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-03-2026. Rizia Bibi (Old Name) and Rijiya Begam (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jayeeta Jana (Old Name) W/o Apu Kumar Jana Residing at Vill - Gholbagda, P.o - Paushi, P.s - Bhupatinagar, District - East Medinipur, Pin - 721444, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Jayita Jana (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 10-03-2026. Jayeeta Jana (Old Name) and Jayita Jana (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমার পূর্বের নাম Sadhan Mandal, বর্তমানে Arman Mandal, SO. Late GOBINDA Gobinda Mandal, গ্রাম- চুয়াপুর, লোকনাথ পল্লী, পোষ্ট ও থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১,পশ্চিমবঙ্গ। গত ০৬.০৩. ২০২৫ তারিখে বহরমপুর নোটারি পাবলিকে এফিডেভিট বলে আমি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম ও আমার পূর্বের নাম Sadhan Mandal পরিবর্তন করে এখন থেকে Arman Mandal নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, Haji Ibrahim (Old Name) S/O–Abu Bakkar Sk residing at Vill-Ahale hadispara , PO-Shahi Sherpur , PS-Khargram , Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Haji Ibrahim to Haji Ibrahim Sk and henceforth I shall be known as Haji Ibrahim Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/03/2026. My name Haji Ibrahim Sk & Haji Ibrahim both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Shiuli Das (Old Name) D/O–Chittaranjan Das resident of Vill & Po-Gajnipur,Ps-Hariharpara, Dist-Murshidabad, West Bengal, do hereby declared that I have changed my religion from Hindu to Muslim & also I have changed my name from Shiuli Das to Shiuli Khatun and henceforth I shall be known as Shiuli Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/03/2026. My name Shiuli Khatun & Shiuli Das both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,MARTIN MONDAL S/O. LT. DAUD MONDAL Vill+ PO. HRIDAYPUR, P.S. CHAPRA DIST-NADIA DO HEREBY DECLARE THAT MY ACTUUL NAME IS MARTIN MONDAL. THAT MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MARTIN MONDL IN RATION CARD, AND VIJAY KUMAR IN AADHER CARD AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE, ALIPORE ON 25.2.2026 VIDE NO. 7452 I MARTIN MONDAL, MARTIN MONDL AND VIJAY KUMAR SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Manchhur Mandal (old name) son of Late Mandar Mandal, residing at Vill & P.O – Hatibandha, Dist: Nadia, Pin: 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mansur Mandal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 13/02/2026. Manchhur Mandal (old name) and Mansur Mandal (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sabari Roy (Old Name) W/O–Kaushik Roy resident of 13 Swarnamoyee Road, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742101 do hereby declared that I have changed my name from Sabari Roy to Sabari Pande and henceforth I shall be known as Sabari Pande (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/03/2026. My name Sabari Pande & Sabari Roy both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Seikh Sherful Haque (Old Name) S/O–Lajimuddin resident of Begunbari, Ps-Beldanda , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Seikh Sherful Haque to Sherful Hoque and henceforth I shall be known as Sherful Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 10/03/2026. My name Sherful Hoque & Seikh Sherful Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I ARUNDHOTI ROY W/O PARTHA PRATIM ROY residing at 1, Aurobinda Road, P.O.- Santoshpur, P.S.-Survey Park, Kolkata-700075, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ARUNDHUTI ROY as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no 8 Dated 09/03/2026. ARUNDHOTI ROY and ARUNDHUTI ROY both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, SHAMBHU BIKASH GOLDER (Old Name) S/O ASHUTOSH GOLDER Residing at khantura Beltala., Paramanik Para North 24 Pgs. PS. Gobardenga Pin-743273 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as SHAMBHU BIKASH GOLDER (new name), as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Barasat Dperso12/02/2026 (Sl. No. - 3309) SAMBHU BIKASH GOLDER (New Name) and SHAMBHU BIKASH GOLDER (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I BARNALI BISWAS W/O SWAPRAVA BISWAS residing at Manik Hira, P.O.-Colony Ramchandra Pur, P.S.-Gaighata, North 24 Parganas-743287, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BARNALI MONDAL as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas vide affidavit No 7148 Dated 22/12/2025. BARNALI BISWAS and BARNALI MONDAL both are same and identical person.

NAME CHANGE

OLD NAME NETAI CHANDRA BALA S/O NARESH CHANDRA BALA R/O VILL KANTHALBERIA JUGNITALA P.O BETHUADAHARI P.S NAKASHIPARA DIST NADIA.DO HERE BY DECLARE I HAVE CHANGED MY AND MY FATHER NAME NETAI CHANDRA BALA TO NETAI MONDAL FATHER NARESH CHANDRA BALA TO NARESH BALA MONDAL AND HANCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS NETAI MONDAL S/O NARESH BALA MONDAL IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT SL. NO. - 52 SWORNE BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 2/3/2026 NETAI MONDAL S/O NARESH BALA MONDAL AND NETAI CHANDRA BALA S/O NARESH CHANDRA BALA BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, Ajahar (Old name) S/o-Kiyamat Sk, Resident at, Vill-Lokchanpur sk para, Po-Lochanpur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, 742304, I have changed my name Ajahar to Ajahar Seikh (New name) I shall be known as Ajahar Seikh vide affidavit before the Notry at Berhampore on 10/03/2026 Ajahar Seikh & Ajahar same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kalimuddin Sk (Old name) S/o-Haraf Sk, Resident at, Vill-Shiyalmara, Po-Radharghat, Ps-Berha mpore, Dist-Murshidabad, 742187,I have changed my name Kalimuddin Sk to Kolimuddin Sk (New name) I shall be known as Kolimuddin Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 10/02/2026 Kalimuddin Sk & Kolimuddin Sk same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kazi Golam Rosula Maqbul S/O-Kazi Sowkat Ali, resident of 4 NO Laskar Dighi, P.O.- Burdwan, P.S.-Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'KAZI GOLAM ROSULA MAQBOOL' in all purpose vide affidavit No-750, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/03/2026. That Kazi Golam Rosula Maqbul and Kazi Golam Rosula Maqbool both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arzoo Khatun D/O- Md Kalim, resident of Horerdanga Dubrajdighi, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'ARZOO KHATOON' in all purpose vide affidavit No-751, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/03/2026. That Arzoo Khatun and Arzoo Khatoon both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK. Jahangir son of Asraful Hoque SK resident at Village-Atkula P.O. Basapara, P.S. Nanoor, Dist. Birbhum, Pin. 731215. Shall hence-forth be known as Sek-Jahangir Son of Asraful Hoque, Sekh as declared before Notary public Bolpur court Vide Affidavit. No. 828. dtd.5.2.2026. SK. Jahangir son of Asraful Hoque Sk and Sekh-Jahangir Son of Asraful Hoque Sekh both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Firoza Khatun W/O- SK Anowarul Haque, resident of Kushagoria, P.O.- Raipur, P.S.- Nadanghat, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713519, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as 'MOSAMMAT FIROZA KHATUN' in all purpose vide affidavit No-25, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 09/03/2026. That Firoza Khatun and Mosammat Firoza Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Asim Banerjee(Old Name) and Asim Kumar Banerjee (old name) S/o Lt Kartick Chandra Banerjee residing at 2 No. Kundu Para Manindranagar Colony, PO-Cassimbazar, PS-Berhampore, Dist.-Murshidabad Pin 742102 shall henceforth be known as Ashim Kumar Banerjee(New Name) as declared before the Ld. Sub Divisional Executive Magistrate 1st class at Berhampore, Murshidabad dt 20/02/2026. Asim Banerjee(Old Name) and Asim Kumar Banerjee(Old Name) and Ashim Kumar Banerjee(New Name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Gopal Singh(Old Name) S/o Basudeb Singh(Old Name) residing at 177, R.B.C Road, P.O. Garifa, P.S. Naihati, Dist. North 24 Pgs. Pin-743106 shall henceforth be known as Gopal Prasad(New Name) S/o Basudeb Prasad(New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st class at Alipore, Kolkata dt 06/03/2026. Gopal Singh(Old Name) S/o Basudeb Singh(Old Name) and Gopal Prasad(New Name) S/o Basudeb Prasad(New Name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Rikta Banu D/o Late Chhorab Mondal residing at Vill.-Bijayshree, P.O. Bijayshree, P.S.-Balurghat, Dist:-Dakshin Dinajpur do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name Chhorab Mondal instead of Soraf Mondal as declared before the Ld. Executive Magistrate at Balurghat, Dakshin Dinajpur dt 09/03/2026. Chhorab Mondal and Soraf Mondal both are same and identical person.

IDENTITY DECLARATION

I, Abdur Rahim, S/o Sk Rafik Mondal, of Vill-Rasaipur, P.O.-Panrui, Dist.-Birbhum, West Bengal, declare that Abdur Rahim, S/o Sk Rafik Mondal (as in Aadhaar Card Voter Card & Pan Card) and Abdur Rahim, S/o Sk Rafik (as in Character Certificate of Visva-Bharati University) refer to the same and one identical person, as declared before the Judicial Magistrate, Bolpur, Birbhum vide affidavit dated 09-03-2026.

দিঘার সমুদ্রে অ্যাডভেঞ্চার রাইড নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ১০ মার্চ ঃ জেলা জুড়ে উপকূল কেন্দ্রিক পর্যটনে বাড়তি নজরদারি জেলা প্রশাসনের। বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় উপকূলবর্তী পর্যটন কেন্দ্রে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস বা অ্যাডভেঞ্চার রাইড জনপ্রিয় হচ্ছে। জেলায় পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত

করতে একাধিক নিয়মের বদল আনল। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। ছুটির মরশুম হোক কিংবা সপ্তাহান্ত-সমুদ্র উপভোগ করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক ভিড় জমান দিঘা, মন্দারমনি- সহ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একাধিক সমুদ্র সৈকতে। সমুদ্র স্নানের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার রাইড। তবে এই রাইডগুলির নিরাপত্তা নিয়ে অতীতে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। কয়েক বছর আগে মন্দারমনিতে প্যারাগ্লাইডিং করার সময় এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য প্যারাগ্লাইডিং পরিষেবা বন্ধও রাখা হয়েছিল।

সমুদ্রের মাঝামাঝি এলাকা থেকে আবার এই রাইড চালু করা হলেও অভিযোগ ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ম না মেনে এলোপাথাড়িভাবে এই রাইড পরিচালনা করা হচ্ছিল। সেই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ প্রশাসনের কাছেও জমা পড়ে। ফলে জেলা জুড়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার এইসব অ্যাডভেঞ্চার রাইডের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম মেনে দিল প্রশাসন। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং রাইড পরিচালনায় শৃঙ্খলা আনতে উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এখন থেকে নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা থেকেই এই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পরিচালিত হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দিঘায় তিনটি এবং মন্দারমনিতে দু'টি মিলিয়ে পাঁচটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে প্যারাগ্লাইডিং, স্পিডবোট ও অন্যান্য রাইড পরিচালনা করা হবে। এছাড়াও সমস্ত সংস্থাকে রোটেশন পদ্ধতিতে এই রাইড পরিচালনা করতে হবে, যাতে প্রত্যেক সংস্থা সমান সুযোগ পায় এবং পর্যটকদের নিরাপদ পরিবেশে পরিষেবা দেওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) মানস কুমার মণ্ডল জানান, পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং যাতে তারা সুষ্ঠুভাবে সমুদ্র উপভোগ করতে পারেন সেই লক্ষ্যেই অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস পরিচালনাকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। বৈঠকে তাদের বলা হয়েছে সরকারি নিয়ম মেনে চালাতে এবং নির্দিষ্ট পাঁচটি জায়গা থেকেই এই রাইড পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার, পর্যটকদের লাইফ জ্যাকেট প্রদান, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রাইড পরিচালনা এবং পর্যটকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে নিয়মিত নজরদারিও চালান হবে বলে জানান হয়েছে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে নিরাপত্তা জোরদার, সিসিটিভি-র চাদরে মোড়া হল শহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১০ মার্চ ঃ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল রঘুনাথপুর থানা। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে গোটা শহরকে নজরদারির আওতায় আনতে রঘুনাথপুর থানা এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও জনবহুল এলাকায় বসানো হচ্ছে অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই সেই কাজ জোরকদমে শুরু হয়েছে। রঘুনাথপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, রঘুনাথপুর থানা এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়, বাজার এলাকা এবং জনবহুল স্থানে পর্যায়ক্রমে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে। এর ফলে শহরের বিভিন্ন কার্যকলাপের উপর নজর রাখা আরও সহজ হবে। পাশাপাশি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত তার সূত্র খুঁজে বের করতেও পুলিশের সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রঘুনাথপুর থানার এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শহরের ব্যবসায়ী মহলেও খুশির হাওয়া বইছে। শহরের বাসিন্দাদের মতে, এই ধরনের আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা চালু হলে অপরাধমূলক কাজকর্ম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং শহরের নিরাপত্তা আরও মজবুত হবে। রঘুনাথপুর শহরের শিক্ষক স্বরূপ সুপকার জানান, রঘুনাথপুর শহরে অত্যাধুনিক সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো খুবই প্রয়োজন ছিল। এর ফলে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই শক্তিশালী হবে। এই উদ্যোগের জন্য রঘুনাথপুর থানার পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। অন্যদিকে শহরের দোকান ব্যবসায়ীরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাদের কথায়, গত কয়েক বছরে শহরের বিভিন্ন দোকানে চুরি ও ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হলে সেই ধরনের অপরাধ অনেকটাই কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে। পুলিশের এই উদ্যোগের ফলে রঘুনাথপুর শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে বলেই মনে করছেন শহরবাসী।

বিএসএফ ট্রেডসম্যান পরীক্ষা ঘিরে নদীয়ায় উত্তেজনা, ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১০ মার্চ ঃ নদীয়ার চাপড়া থানার সীমানগর বিএসএফ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে মঙ্গলবার ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের পরীক্ষার সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হল। ট্রেডসম্যান পদে নিয়োগের জন্য আগেই নির্ধারিত পরীক্ষার দিনেই শত শত পরীক্ষার্থী সেখানে হাজির ছিলেন। অভিযোগ, তারা আচমকা জানতে পারেন যে বিহার এবং ওড়িশার বাসিন্দাদের জন্য শূন্যপদ নেই। পরীক্ষা শুরুর আগে নোটিশে এই তথ্য না জানানোয় ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয় এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে বিএসএফ ট্রেডসম্যান পদে মোট ৩,৫৮৮ টি শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য ১৮২ টি আসন সংরক্ষিত ছিল। বিভিন্ন পদে রাজ্যভিত্তিক শূন্যপদ নির্দিষ্ট করা হলেও, শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা এবং ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছিলেন এবং ১০ মার্চ শারীরিক পরীক্ষার জন্য সীমানগর সেক্টর হেডকোয়ার্টারে উপস্থিত হন। যখন বহু পরীক্ষার্থী ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে নথিপত্র যাচাই করছিলেন, তখন হঠাৎ জানা যায়, দূর-দূরান্ত থেকে আসা মহিলা পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট পদে শূন্যপদ নেই। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা ক্ষণিকের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্তব্ধ করে দেন। অভিযোগকারীরা বলেন, কমিশনের পক্ষ থেকে আগেই অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে শূন্যপদ না থাকায় পরীক্ষা দিতে না পারা প্রশ্ন ওঠে। সুষমা কুমারী নামক বিহারের ভাগলপুর থেকে আসা এক পরীক্ষার্থী বলেন, 'বিএসএফের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছিল টেলারিংয়ে ১১ টি শূন্যপদ আছে। সেই অনুযায়ী আবেদন করেছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাডমিটও দিয়েছে। আজ পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন ছিল। সারা রাত ট্রেনে জেগে এসে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়ালাম। সকাল ৯টার সময় বিএসএফ আধিকারিকেরা বলছেন, বিহারিদের জন্য 'ভ্যাকেন্সি' নেই! বিহারি বলে পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষা দিতে পারব না?'' ওড়িশার তন্ময়ী প্রধান নামে আর এক চাকরিপ্রার্থী বলেন, ' আমি ওয়াটার ক্যারিয়ার পদের জন্য আবেদন করেছিলাম। শূন্যপদ না-থাকলে অ্যাডমিট দিল কেন? তিন দফা অ্যাডমিট চেক করেছে, কেউ কিছু বলেননি। তার পর হঠাৎ বলছেন ওড়িশার জন্য ওই পদের 'ভ্যাকেন্সি' নেই। আমি বাড়িতে গিয়ে কী বলব? অন্তত এটা লিখে দিক যে আমরা এসেছিলাম।'' পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ায় কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়ক কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ করেন। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অপরদিকে, চাপড়ার তৃণমূল বিধায়ক রুকবানুর রহমান সরাসরি কেন্দ্রকে আক্রমণ করে বলেন, নিয়োগের নামে এতগুলো ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে খেলা করা হয়েছে। অমিত শাহের মন্ত্রক বেকারদের ভবিষ্যতকে নষ্ট করছে। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মহিলা পরীক্ষার্থীদের সারারাত রাস্তায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি শৌচালয় ব্যবহারের সুযোগও দেওয়া হয়নি। এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের পরিবারও উদ্বেগে রয়েছে। রাজনৈতিক মহলে এই ঘটনা কেন্দ্রীয় নিয়োগ প্রক্রিয়ার উপরও প্রশ্ন তুলেছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের অনিয়ম এড়াতে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আরও সতর্কতা প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

শিলিগুড়িতে জনস্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নতুন পরিষেবার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায় শিলিগুড়িতে জনস্বাস্থ্য ও নাগরিক পরিষেবাগুলির উদ্বোধন করা হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ছয় নম্বর ওয়ার্ডে জনস্বাস্থ্য ও জরুরি পরিষেবার মান উন্নত করতে একটি নতুন অ্যাম্বুল্যান্স

পরিষেবা আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নতুন পরিষেবার সূচনা করা হল। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রায় ১৯ লক্ষ ৩২ হাজার ১৯৬ টাকার অর্থানুকূল্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম প্রাঙ্গণ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে। এর ফলে ওই এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। একইসঙ্গে শহরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করতে ৩২ নম্বর ওয়ার্ড ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে আবর্জনা পরিস্কারের কাজে ব্যবহারের জন্য দু'টি নেট ভ্যান পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও নাগরিক পরিষেবাকে আরও দ্রুত ও কার্যকর করতে তিনটি টোটো পরিষেবারও সূচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন ওয়ার্ডে পুরসভার কাজে ব্যবহৃত হবে। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, শহরের নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত ও দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং জরুরি পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে পুর নিগম ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। পুর নিগম সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের ফলে শিলিগুড়িতে জনস্বাস্থ্য, জরুরি পরিষেবা ও শহর পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে আরও গতি আসবে। পাশাপাশি নাগরিকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরনিগমের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গয়েশপুরে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচার শুরু বিজেপি মহিলা মোর্চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১০ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি নির্বাচন কমিশন। তবে তার আগেই নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। মঙ্গলবার সকালেই নদীয়ার গয়েশপুরে দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা। এদিন গয়েশপুর শহর মণ্ডলের উদ্যোগে ৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা হাতে রং-তুলি তুলে নিয়ে নিজেরাই দেওয়াল লিখন করেন। সকাল সকাল এলাকার বিভিন্ন দেওয়ালে দলের স্লোগান ও প্রতীক এঁকে আসন্ন নির্বাচনের বার্তা পৌঁছে দেন তাঁরা। প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায় এলাকার একাধিক মহিলা কর্মীকেও। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দলীয় কর্মীদের এই উদ্যোগে উৎসাহিত হয়ে এলাকার অন্যান্য মহিলারাও এগিয়ে আসেন এবং দেওয়াল লিখনের কাজে হাত লাগান। এদিনের দেওয়াল লিখন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার নেত্রী রিমা সাহা। তিনি বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও বিভিন্ন এলাকায় এভাবেই দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে প্রচার চালানো হবে বলে জানান তিনি।

মেচেদায় বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ মার্চ ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার অন্তর্গত হলদিয়া - মেচেদা রাজ্য সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন অন্তত পাঁচজন যাত্রী। মঙ্গলবার সকালে মেচেদার শান্তিপুর গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় হলদিয়াগামী একটি যাত্রীবোঝাই বাসের সঙ্গে মেচেদাগামী ঔষধ বোঝাই একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালবেলায় যাত্রী নিয়ে বাসটি হলদিয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ঔষধ বোঝাই লরি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের অভিঘাতে বাসের সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বাসে থাকা কয়েকজন যাত্রী আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে মেচেদার একটি বেসরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র পপুলার নার্সিংহোমে ভর্তি করান। বর্তমানে সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। বাসের চালক দাবি করেছেন, হঠাৎ করেই বাসের স্টিয়ারিংয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোলাঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ বাস ও লরিটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য রাজ্য সড়কে যান চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে।

জালুই ডাঙ্গায় বন্ধনের উদ্যোগে আর্থিক সচেতনতা কর্মসূচি

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১০ মার্চ ঃ জালুইডাঙ্গায় বন্ধনের উদ্যোগে আর্থিক সচেতনতা কর্মসূচি, মহিলাদের সার্টিফিকেট প্রদান। মঙ্গলবার

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জালুইডাঙ্গা এলাকায় বন্ধনের উদ্যোগে একটি ফিনান্সিয়াল লিটারেসি প্রোগ্রাম বা আর্থিক সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে আর্থিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, সঞ্চয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নশরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কানন বর্মন সহ পঞ্চায়েতের অন্যান্য সদস্য ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। কর্মসূচিতে গ্রাম এলাকার বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী মহিলাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, নিয়মিত সঞ্চয়ের গুরুত্ব, ঋণ গ্রহণের সঠিক পদ্ধতি এবং ছোট ছোট উদ্যোগের মাধ্যমে কীভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায়, সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। এদিন কর্মসূচির অংশ হিসেবে কয়েকজন মহিলাকে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার স্বীকৃতি হিসেবে। সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগে এলাকার মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের মতে, এই ধরনের আর্থিক সচেতনতা কর্মসূচি গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মহিলাদের স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাজগঞ্জে নতুন পাকা রাস্তার শিলান্যাস বিধায়কের, খুশির হাওয়া আমবাড়ি এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১০ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি এলাকায় নতুন পাকা রাস্তা নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করা হলো। মঙ্গলবার রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এসজেডিএ)-র আর্থিক সহযোগিতায় এই রাস্তাটি নির্মিত হবে। জানা গেছে, বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পোস্ট অফিস মোড় থেকে আমবাড়ি চিন্তামোহন উচ্চ বিদ্যালয় হয়ে পরিমল চৌধুরীর বাড়ি পর্যন্ত এই রাস্তা তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি, হেমো কুমার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ভোরের আলো থানা পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ করা হবে। এই রাস্তাটি তৈরি করতে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজুদ্দিন আহমেদ, অঞ্চল সভাপতি বিজয় দাস, দীপেন প্রামাণিক, তুষার দত্ত-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব ও এলাকাবাসী। দীর্ঘ দিন ধরে এই অঞ্চলের রাস্তা বেহাল ছিল, যার ফলে যাতায়াতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো বাসিন্দাদের। নতুন পাকা রাস্তা তৈরি হলে স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হবে এবং যাতায়াতে অনেক সুবিধা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঈদ উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান মমতাময়ী মানবিক স্টলের

দেবশ্রী মজুমদার, রামপুরহাট, ১০ মার্চ ঃ আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে দু ঃস্থ মানুষদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিল আব্দুর রেকিবের মমতাময়ী মানবিক স্টল। বছরে তিনবার নতুন বস্ত্রদান করে থাকে মমতাময়ী মানবিক স্টল। সারা বছর পুরাতন বস্ত্র দান করে থাকে মানবিক স্টল। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা পুজো, ঈদ ও শীতকালে শীতের পোশাক, কম্বল দান, আবার কখনও শিবের ভক্তসহ সকল ধর্মের মানুষের জন্য সরবত, লাড্ডু বিতরণের মত সামাজিক কাজ সারাবছর করে থাকে এই মানবিক স্টল। এবছর ঈদ উপলক্ষ্যে প্রায় হাজার জন দুঃস্থ মানুষজনদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিল এই মানবিক স্টল। রবিবার রামপুরহাট পাঁচ মাথার কাছে মানবিক স্টলের পক্ষ থেকে হাজার জন দু ঃস্থ মহিলাকে শাড়ি এবং পুরুষদের লুঙ্গি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মহিলাদের হাতে কাপড় তুলে দেন ডেপুটি স্পীকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে। মানবিক স্টলের কর্ণধার (তথা তৃণমূল নেতা) আব্দুর রেকিব বলেন, রামপুরহাট নাম শুনলেই এখন আতঙ্ক। আমাদের প্রাণের শহর রামপুরহাট। আমরা বিপদে আপদে একসাথে আছি ও থাকতে চায়। আমরা সারা বছর পুরনো জামাকাপড় দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করি। আর বছরের তিনবার অর্থা ঈদ, দুর্গা পুজো এবং শীতকালে নতুন বস্ত্র দিই।

দূষিত বর্জ্যজল, খসড়া নীতি প্রকাশ করল রাজ্য

কলকাতা, ১০ মার্চ ঃ ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা ও শিল্পাঞ্চল গুলিতে দূষিত বর্জ্যজল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে জলের নিরাপদ পুনর্ব্যবহার বাড়াতে খসড়া নীতি প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। 'স্টেট পলিসি অন সেফ রিইউজ অব ট্রিটেড ওয়েস্টওয়াটার' নামে এই খসড়া নীতির বাস্তবায়নের জন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে। রাজ্যের পুর ও নগরন্নয়ন বিষয়ক দপ্তর এই খসড়া নীতি প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঙ্গে যুক্ত সকল এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করেছে। আগামী ৩০ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত পরামর্শ বিবেচনা করে নীতিটি চূড়ান্ত করা হবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, খসড়া নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল একটি সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বাধীন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গোটা কর্মসূচির উপর নজরদারি করবে। অন্যদিকে নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরই এই নীতি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নোডাল দপ্তর হিসেবে কাজ করবে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, শহরাঞ্চলে সরবরাহ করা পানীয় জলের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশই পরবর্তীতে বর্জ্যজলে পরিণত হয়। ফলে সেই জলকে পরিশোধন করে পুনর্ব্যবহার করা গেলে মিষ্টি জলের উপর চাপ অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।

সম্মুখভাগের আলো, বাইরের আলোর উন্নয়ন এবং অন্যান্য সহায়ক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/১২_২০২৬/কে/১৭৭৮; তারিখ: ০৫-০৩-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং ঃ ১২_২০২৬। কাজের নাম ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম:- কাটিহার ডিভিশনে সামসি, মালদা কোর্ট, হরিশ্চন্দ্রপুর এবং ভালুকা রোডে সম্মুখভাগের আলো, সার্কুলেটিং এরিয়া, পার্কিং এরিয়ায় বাইরের আলোর উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৩,৭৭,৪০,৭৩৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৩৮,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৭-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শঙ্কর রাউত, মৃত বাজে রাউতের ছেলে @ বাজে রাউত, এ / ২২এ, বিএনআর গ্রাউন্ড চৌরঙ্গী বাজার, পোঃ-জগাছা এবং থানা- সাঁতরাগাছি, পিনকোড-৭১১১১১-এ বসবাস করেন, তিনি এডিএসআর হাওড়ার অফিসে নিবন্ধিত একটি মূল বিক্রয় দলিল হারিয়ে ফেলেছেন এবং বই নং ।-তে ২০০৫ সালের জন্য বিইং নং ১২৩৯ হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ০৭.০৩.২০২৬ তারিখে সাঁতরাগাছি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নং ২৬৬-এর মাধ্যমে একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা যে কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য করা হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বর ৯০০৭৮২৪৯৫৭

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **রীতা ভাওয়াল**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রীমতি কুন্তলা রাহা, শ্রী শংকর রাহা, শ্রী প্রতীক রাহা**
ঠিকানাঃ **বাবু পাড়া, পোঃ + জেলা- জলপাইগুড়ি, থানা- কোতোয়ালি, পিন কোড- ৭৩৫১০১**
গ্রহীতাঃ **সৌম্য ভৌমিক**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **4308** নং বহি **২৬.১১.২০২১** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **2248/23 dated 04.05.2023 ADSR Jalpaiguri**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/1036**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, RS খতিয়ান নং.-5625, LR খতিয়ান নং.-89, 254, 255, JL No. -5, LR JL No.- 7, RS.সিট নং -33, LR সিট নং 119, RS plot No.- 433, 434, LR দাগ নং161, 162, অংশ নং- 1149, 1541, অংশ পরিমাণ 0.007, 0.008
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **রীতা ভাওয়াল**
পিতা ঃ **রবি ভাওয়াল**
ঠিকানাঃ মরিচ বাড়ি, পোঃ খোঁচা বাড়ি হাট, জেলা- কোচবিহার, পিন কোড- ৭৩৬১২১

Office of The HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT
ULUBERIA-I DEV. BLOCK
NOTICE INVITING e-TENDER
No. (1) 98/Hat-I/BEUP/e-NIT-12/2025-26, Date: 10/03/2026
For and on behalf of the Prodhan, Sanchalak & Arth O Parikalpana Upa-Samity, Hatgachia-1 G.P. invites sealed percentage rate tenders for 2 (Two) Nos. different works. Last date of submission of Bid **up to 16.03.2026 at 17.00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **18.03.2026 at 17.00 Hrs.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- PRODHAN
HATGACHA-I GRAM PANCHAYAT

KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT
KHARUBERIA,SHYAMPUR, HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER
Notice Inviting e-Tender No.**(1) WB/HOW/KGP/NIET-15/25-26, (2) WB/HOW/KGP/NIET-16/25-26** of The KHARUBERIA GRAM PANCHAYAT, KHARUBERIA, SHYAMPUR, HOWRAH invites e-tender for the 6(Six) different works. Bid Submission closing date (online)13/03/2026 at 10:30 A.M. Bid opening date for Technical Proposals(online) 16/03/2026 at 11:30 A.M. For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan
Kharuberia Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অমন কুমার ঝাঁ ও আকাশ কুমার ঝাঁ পিতা দীননাথ ঝাঁ কোনা মৌজায় সামিল জে এল ১০৭ এ ডি এস আর সম্পাদিত ১২০৪ / ২৬ নং দলিল মূলে হাল ১৯৬ দাগে হাল ৪৬০৯,৪৬১০,৪৬১১ নং খতিয়ানে ১ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাণ সম্পত্তি এ ডি এস আর সম্পাদিত ৯৫২৭ / ২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম অমিত রায়) সুকুমার চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী ও শুভঙ্কর চৌধুরী নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে এবং বালি- জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অজিত কুমার চৌধুরী, রাজেশ কুমার চৌধুরী- পিতা মহেশ চৌধুরী ও অমন কুমার ঝাঁ পিতা - দীননাথ ঝাঁ। কোনা মৌজায় সামিল জে এল ১০৭ এ ডি এস আর সম্পাদিত ২০১৪ / ২৬ নং দলিল মূলে হাল ১৯৬ দাগে হাল ৪৬০৯, ৪৬১০, ৪৬১১ নং খতিয়ানে ২ কাঠা পরিমাণ সম্পত্তি এ ডি এস আর সম্পাদিত ৯৫২৭ / ২৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে (আমমোক্তার গ্রহীতার নাম অমিত রায়) সুকুমার চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী ও শুভঙ্কর চৌধুরী নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে এবং বালি- জাগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বালী জগাছা বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেলদ্বয় ১) বিদ্যুৎ সরকার, পিতা-পরমেশ্বর সরকার, ২) বিউটি বর্মন সরকার, স্বামী- বিদ্যুৎ সরকার, উভয়ের সাং- অনন্তপুর, পোঃ- খাসপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে আইনগতঃ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন বর্ণিত তপশীল সম্পত্তি পূর্বে ১) নিভা সমাজদার, স্বামী -মৃত সুজিত সমাজদার, ২) তমাল সমাজদার, পিতা- মৃত সুজিত সমাজদার, ৩) মধুমিতা ঘোষ, স্বামী -শান্তনু ঘোষ, পিতা- সুজিত সমাজদার, ৪) সুপ্রিয় সমাজদার, পিতা- মৃত পবিত্র কুমার সমাজদার, ৫) তৃপ্তি সমাজদার, পিতা- মৃত কল্যান কুমার সমাজদার, ৬) নিবেদিতা সমাজদার, স্বামী - অনির্বান দেব, পিতা- মৃত কল্যান কুমার সমাজদার, ৭) নবনিতা ঘোষ সমাজদার, পিতা- মৃত কল্যান কুমার সমাজদার, ৮) স্মৃতি সমাজদার, স্বামী - মৃত কমল কান্তি সমাজদার, ৯) দেবব্রত সমাজদার, পিতা-মৃত কমল কান্তি সমাজদার, ১০) মনিদীপা সমাজদার মহন্ত, পিতা - মৃত কমল কান্তি সমাজদার, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় গত **ইংরাজীর ২০২৫ সালে কোলকাতা এডিশনাল রেজিষ্টার এস্যুরেন্স-।। রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩০৬৪ নং আমোক্তার নামা** বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি আমমোক্তার ও স্বয়ং ১১) সুরজিৎ সমাজদার, পিতা- মৃত মনীন্দ্র নাথ সমাজদার এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি গত **ইংরাজীর ২০২৬ সালে এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর, রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ০৭৫২ নং বিক্রয় কবলা দলিল** বলে তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেলগন বরাবর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মঞ্চেলগন তাহাদের খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিবার জন্য Balurghat B.L. & LRO. Office এ দরখাস্ত করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে Balurghat B.L. & L.R.O. Office এ, যোগাযোগ করিবেন।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা - দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- অনন্তপুর, জে,এল, নং ৩৪, খতিয়ান নং-১৩৯ (এল.আর), দাগ নং- ৫৮ (এল.আর.), মোট সম্পত্তির পরিমান- ৮৭ শতক শ্রেণী- ভাঙ্গা।

শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার,
এ্যাডভোকেট, বালুরঘাট কোট
এনরোলমেন্ট নং.- WB-F/444/459/1990

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল **লক্ষীকান্ত সরকার**, পিতা- স্বর্গীয় কালীচরন সরকার, সাকিন- অনন্তপুর, পোঃ - খাসপুর, থানা- বালুরঘাট, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর এর নির্দেষানুক্রমে আইনগতঃ ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অত্র বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সর্বসাধারানকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি পূর্বে ১) নিভা সমাজদার, স্বামী- মৃত সুজিত সমাজদার, ২) তমাল সমাজদার, পিতা- মৃত সুজিত সমাজদার, ৩) মধুমিতা ঘোষ, স্বামী -শান্তনু ঘোষ, পিতা- সুজিত সমাজদার, ৪) সুপ্রিয় সমাজদার, পিতা - মৃত পবিত্র কুমার সমাজদার, ৫) তৃপ্তি সমাজদার, পিতা- মৃত কল্যান কুমার সমাজদার, ৬) নিবেদিতা সমাজদার, স্বামী- অনির্বান দেব, পিতা- মৃত কল্যান কুমার সমাজদার, ৭) নবনিতা ঘোষ সমাজদার, পিতা- মৃত কল্যান কুমার সমাজদার, ৮) স্মৃতি সমাজদার, স্বামী- মৃত কমল কান্তি সমাজদার, ৯) দেবব্রত সমাজদার, পিতা- মৃত কমল কান্তি সমাজদার, ১০) মনিদীপা সমাজদার মহন্ত, পিতা - মৃত কমল কান্তি সমাজদার, নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক থাকাবস্থায় গত **ইংরাজীর ২০২৫ সালে কোলকাতা এডিশনাল রেজিষ্টার এস্যুরেন্স-।। রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩০৬৪ নং আমোক্তার নামা** বলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি আমমোক্তার ও স্বয়ং ১১) সুরজিৎ সমাজদার, পিতা- মৃত মনীন্দ্র নাথ সমাজদার এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তার নামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি গত **ইংরাজীর ২০২৬ সালে এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর, রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৭৬৭ নং বিক্রয় কবলা দলিল বলে** তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেল বরাবর নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহাদের খরিদাকৃত নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রের্কড করিবার জন্য Balurghat B.L. & L.RO, Office এ দরখাস্ত করিয়াছেন। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোনপ্রকার ওজর আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে Balurghat B.L.& L.R.O. Office এ, যোগাযোগ করিবেন।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- বালুরঘাট, মৌজা- অনন্তপুর, জে.এল, নং-৩৪, খতিয়ান নং-১৩৯ (এল.আর), দাগ নং- ৫৮ (এল.আর.), মোট সম্পত্তির পরিমান ৮৫ শতক শ্রেণী- ডাঙ্গা।

শ্রী প্রদীপ কুমার সরকার,
এ্যাডভোকেট, বালুরঘাট কোর্ট
এনরোলমেন্ট নং.- WB-F/444/459/1990

Office of the Charge Officer
Commercial Taxes (W.B.)
Cooch Behar Charge,
Cooch Behar

Quotations are hereby incited for deployment of 01 non AC maxi cab and 01 non AC motor cab vehicle for official use of office of the undersigned with immediate effect. Terms and conditions are displayed on the office notice board. Bonafide owners are invited to submit sealed quotation at this office within 15 (fifteen) days from this publication.

Sd/-
Senior Joint Commissioner of Revenue
Cooch Behar Charge,
Cooch Behar

For anr query Contact:
Email: jc-cb@wb.gov.in
Phn: 033-71222021/9832323768

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৬/১৪, তারিখ ০৯.০৩.২০২৬। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.০৪২.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ২০২৫১০৬৮এ, অ্যাসেম্বলি অবস্থায় বাম ও ডান হাতের কন্ট্যাক্ট শিল্ড সহ মডিফায়েড টপ কন্ট্যাক্ট সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,২১,১০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩১.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১০২৬২৩৯০, স্যান্ডিংয়ের জন্য ফুট স্যুইচ স্প্রিং লোড ইত্যাদি, ₹ ১,৬১,৮৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩)** ১০২৬২২৫৬, ট্র্যা.মোটরের জন্য ইন্ড ফ্রেম এনডিই ইত্যাদি, ₹ ৩,৪৫,০০০/-. **(৪)** ১৫২৪৫১০৮সি, (ক) এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন (এএসআর) ফিয়াট বোগি ফ্রেম ব্রেক বিমের ফাইনাল ওয়েল্ডিং ফিক্সচার ও ম্যানিপুলেটরের ডিজাইন, সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ, ₹ ৩,০৮,৩৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.০৪.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫)** ১৫২৩৫০৫৬এফ, কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং ও লোড ডিফ্লেকশনের প্রাপ্যতা, ₹ ২,৩১,৫২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬)** ১৫২৫৫০১৯ডি, টুল ও ট্যাকল সহ ইলেক্ট্রিক ওভারহেড ট্র্যাভেলিং ক্রেন ৪০ টনের সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ ইত্যাদি, ₹ ৫,১৬,০৮০/-. **(৭)** ২২২৬৫১১৮, ইঞ্জ. পেমব্রোলিজুম্যাব ১০০ মিগ্রা, ₹ ১,৭৪,১৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৬.০৪.২০২৬, সময়: দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৮)** ০১২৬১০১৭, ডেকরেটিভ থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২,৭৮,৯৬০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৯)** ১২২৬১১০৭, আরডিএসও ড্রইং টি-৪৭৩২ অনুযায়ী ৫২ কেজি ১ ইন ১২ টার্নআউটের জন্য ৬ মিমি পুরু নাইলন কর্ড রিইনফোর্সড গ্রুভড রাবার সোল প্লেটের প্রাপ্যতা, ₹ ১,৪১,০৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৩.০৪.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১০)** ১০২৫২২৯০, এমার্জেন্সি একজস্ট ভাল্ভ, ₹ ১,১০,৯৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩১.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১১)** ১০২৫২১৪৫, ওয়াইপার আর্ম কমপ্লিট এলএইচ ও আরএইচ-এর সেট, ₹ ১,৭৪,০১০/-. **(১২)** ১০২৫২১৮০, কন্ট্রোল কার্ড মডিউল অ্যাসেম্বলি, ₹ ১,৫৩,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৩)** এসপিএসসিএলপিএসসিস্লিপার২৬-২৮, বিশেষ ধরনের পিএসসি স্লিপারের প্রাপ্যতা, ₹ ২০,০০,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৩.০৩.২০২৬, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৪)** এইচভিএন_টি-৮৯৯২_২০২৬, ড্রইং নং আরটি-৮৯৯২ অনুযায়ী এইচভিএন লাইনার প্রাপ্যতার চালু চুক্তি, ₹ ৬,৫৪,৯০০/-. **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/-। **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (Stores-74/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Namkhana Panchayat Samiti
P.O. + P.S. Namkhana, District South 24 Parganas, Pin 743357
Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 14 nos, various works in NIT 20 (1st Call) and 01 no. road work in NIT 12 (2nd Call). For details visit **www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2026_ ZPHD_ 1017353_ 1 to 2026_ ZPHD _1017353_14 and 2026_ZPHD_1010440_1.** Last Date and time **14-03-2026, 1:00 P.M**. Ref. NIT 20-1stCall/ 25-26 and NIT12-2ndCall/25-26).
Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডার নিবন্ধন

১. ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের জন্য ২০২৬-২৭ সালের নিয়োগ বছরের জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (CEE) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইই -তে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইই- তে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষার ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই ২০২৬ সালের জুন মাসে নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইই-এর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।

৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিমের অগ্নিবীর জিডি (মহিলা সামরিক পুলিশ) জেলার প্রার্থীরা কলকাতার রিক্রুটিং অফিস (সদর দপ্তর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। **যোগাযোগ নম্বর ০৩৩২২২৩৬৮৮১।**

Notice invting e-Tender
Office of the Pradhan
Jamalpur-II Gram Panchayat
Nutangram, Jamalpur , Purba Bardhaman, PIN - 713408, (Under Jamalpur Dev. Block.)
e-Tender is hereby invited by JAMALPUR-II Gram Panchayat from the bonafied and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area under 15th F.C. 2025-2026 fund. Tender Online :-**Ref Nit No- 72/Jam-II/ 26 (2ND CALL) Date: 06.03.2026, 73/Jam-II/ 26 (2ND CALL)** Date: 06.03.2026. Publish Date 09.03.2026 at 3.00 P.M. Document download/sale start date 09/03/2026 from 04.00 P.M. Bid submission start date **09/03/2026 from 04.00 P.M**. Bid submission end date**16/03/2026 upto 05.00 P.M**. Document download/sale end date **16/03/2026 upto 5.00 P.M**. Bid Openning Date (Technical) **18/03/2026 at 11.00 A.M**. Bid Openning Date (Finance) To be notified later Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-Prodhan
Jamalpur-II Gram Panchayat

আইপিএল শেষেই ওয়ানডে বিশ্বকাপের ছক কষবেন গম্ভীর

রো-কো’ জুটি নিয়ে কী ভাবছেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন

টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছেন। আপাতত উল্লাসে মজে থাকার সময়। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীর যেন অন্য ধাতুতে গড়া! ফুরফুরে মেজাজে থাকার বদলে নিশ্বাস নেওয়ার ফুরসত নেই তাঁর। ভণিতা ছাড়া, রাখঢাক না করে গম্ভীর জানিয়ে দিলেন, আইপিএল শেষ হওয়ার আগেই তৈরি হয়ে যাবে ওডিআই বিশ্বকাপের যাবতীয় পরিকল্পনা। লক্ষ্য একটাই-দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে শিরোপা জয়! টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সূর্যদের কোচ বললেন, ‘‘দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলা সহজ নয়। পরিবেশ বুঝতে হবে, সঠিক খেলোয়াড় বেছে নিতে হবে। আশা করছি, আইপিএল শেষেই ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়ে যাবে!’ প্রসঙ্গত, ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতে। পেস ও বাউন্স-প্রধান এই পিচে কোন খেলোয়াড় মানানসই-সেটা ছকে ফেলাই এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা টিম

ম্যানেজমেন্টের। বিশ্বকাপের আগে ২৫ থেকে ৩০টি একদিনের ম্যাচ খেলবে ভারত। গম্ভীরের কথায়, ‘‘এই ফরম্যাট এখন কম খেলা হয়। তাই যত তাড়াতাড়ি পরিকল্পনা শুরু করব, তত ভাল!’’ বিশ্রামের পর টিম ইন্ডিয়া ফের মাঠে নামবে ১৪ জুন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ। তারপর ইংল্যান্ড সফর। এই ম্যাচগুলোই বলে দেবে, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি গম্ভীরের বিশ্বকাপ-পরিকল্পনায় আছেন কি না। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছন্দে আশা জাগিয়েছেন বিরাট। ব্যাটে বইছে রানের স্রোত। রোহিতের ছবিটা অবশ্য একটু আলাদা। নিউজিল্যান্ড সিরিজে রান পাননি। তবে হাল ছাড়তে নারাজ। মুম্বইয়ে অনুশীলনে নিয়মিত ঘাম ঝরাচ্ছেন। ওজনও কমিয়েছেন অনেকখানি। যা বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতীয় দলের ভূতপূর্ব অধিনায়ক কামব্যাকের জন্য কতটা মরিয়া। দেশের জার্সি পরার আগে ‘রো-কো’ জুটিকে দেখা যাবে আইপিএলে। নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে মাঠে নামার এই সুযোগটা আসলে যোগ্যতা প্রমাণের একটা পরীক্ষাও বটে। নির্বাচক ও কোচিং স্টাফ নিশ্চিতভাবে সবটাই নজরে রাখবেন। টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার আনন্দ এখনও তাজা। কিন্তু গম্ভীরের ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যে পরের টার্গেটে নজর রেখেছে। এখন থেকেই বুনতে শুরু করেছে ২০২৭-এর খেতাব জয়ের ছক।

সূর্য বাহিনীকে ১৩১ কোটি পুরস্কার বিসিসিআইয়ের

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১০ মার্চঃ আমদাবাদে নিউজিল্যান্ডকে ৯৬ রানে গুঁড়িয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছে ভারত। ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে শিরোপা সফলভাবে ডিফেন্ড করেছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এই অসাধারণ সাফল্যের পর টিম ইন্ডিয়াকে পুরস্কৃত করতে দেরি করল না বিসিসিআই। আজই ঘোষণা হয়েছে রেকর্ড ১৩১ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার। আর চমকপ্রদ বিষয়, এই স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বোর্ড ভেঙেছে নিজেদেরই গড়া আগের রেকর্ড! ২০২৪ সালে বার্বাডোজে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া টি-২০ বিশ্বকাপ জিতলে বিসিসিআই পুরস্কার ঘোষণা করেছিল ১২৫ কোটি টাকা। এতদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল সর্বোচ্চ। এবার সূর্যকুমারের দল শিরোপা ধরে রাখতেই বোর্ড সেই অঙ্ক টপকে ঘোষণা করেছে ১৩১ কোটির প্রাইজ

ভাঙল নিজেদেরই পুরনো রেকর্ড

মানি। বিবৃতিতে বিসিসিআই বলেছে, ‘এই জয়ের মধ্য দিয়ে ভারত টি-২০ বিশ্বকাপ তিনবার জেতা প্রথম দল হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখাল। খেলোয়াড়, সাপোর্ট স্টাফ ও নির্বাচকদের এই ঐতিহাসিক সাফল্যে বোর্ড আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে।’ শুধু বিসিসিআই নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলও পুরস্কারের ঝাঁপি উজাড় করে দিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় সূর্য বাহিনী পাবে ৩০ লক্ষ মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ২৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা। এবারের টুর্নামেন্টের মোট পুরস্কারমূল্য ছিল ১ কোটি ৩৫ লক্ষ মার্কিন ডলার- যা গত আসরের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। এর বাইরে গ্রুপ পর্ব ও সুপার এইটে প্রতিটি জয়ের জন্য আলাদা করে জুটেছে প্রায় ৩১ হাজার ১৫৪ ডলার করে, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। বিসিসিআইয়ের ১৩১ কোটি ও আইসিসির প্রায় ২৭ কোটি মিলিয়ে মোট প্রাইজমানির অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে প্রায় ১৫৮ কোটি টাকার কাছাকাছি। সংখ্যাটাই বলে দিচ্ছে, টিম ইন্ডিয়ার এই জয় কতটা ব্যাপক ও স্মরণীয়। ইতিহাসে প্রথমবার শিরোপা ধরে রাখা, তিনবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়া-কৃতিত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুরস্কারও তাই রেকর্ড ছুঁয়েছে।

মাঠের মাঝে বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, বিশ্বকাপ সেলিব্রেশনে বিতর্কে হার্দিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

২০২৪ সালের পর ২০২৬, পরপর দু’বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতল টিম ইন্ডিয়া। নিঃসন্দেহে এই সাফল্য অনেক বড়। বিশ্বের বড় দলগুলো যা পারেনি সেটা করে দেখিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। আর পরপর দুই বিশ্বকাপ জয়ের নেপথ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম হার্দিক পান্ডিয়া। তাঁর অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দলকে বিশ্বকাপের পাশাপাশি একাধিক টি-টোয়েন্টি সিরিজে সাফল্য এনে দিয়েছে। এ বার সেই বুমরা বিতর্কের মুখে পড়লেন। বিশ্বকাপ জয়ের পর

তাঁর সেলিব্রেশন নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বিশ্বকাপের পর ট্রফি ও বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণের জন্য যেই পোডিয়াম তৈরি করা হয় সেখানে বসে আছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও তাঁর বান্ধবী মাহিকা শর্মা। ভিডিয়ো যখন শ্যুট করা তখন অনুষ্ঠান শেষ। দেখা যায় পোডিয়ামে বসে আছেন হার্দিক ও মাহিকা। কিছুক্ষণ পর মাহিকা শুয়ে পড়েন পোডিয়ামে, হার্দিকও তাঁর পাশে শুয়ে পড়েন। এর পর হার্দিককে দেখা যায় মাহিকার গায়ে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে। হার্দিক ও মাহিকা যখন শুয়ে আছেন পোডিয়ামে তখন হার্দিকের পুত্র অগস্ত্যাকে পাশে খেলতে দেখা যায়। এই ভিডিয়ো দেখে নিন্দা হচ্ছে হার্দিকের। প্রকাশ্য মঞ্চে বান্ধবীর সঙ্গে তাঁকে শুতে দেখে ক্ষুব্ধ সমর্থকদের একাংশ। কেউ বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে দেখছেন আবার অনেকে তাদের কাজের নিন্দা করছেন। তাঁদের দাবি, হার্দিক ও মাহিকার সেলিব্রেশনটা আরও ফর্মালি হতে পারত। কেউ কেউ মজা করে হার্দিককে পরামর্শ দিয়েছেন দ্রুত হোটেলে ফিরতে। প্রশংসা করে একজন সমর্থক লেখেন, ‘বর্তমান যুগের বিরাট-অনুষ্কা হচ্ছেন হার্দিক-মাহিকা।’ ভারত বিশ্বকাপ জয়ের পর দেখা যায় মাহিকা সবার আগে মাঠে ঢুকে হার্দিককে জড়িয়ে ধরছেন। ক্যামেরায় দেখা যায় মাহিকা হার্দিককে জড়িয়ে ধরার পর তাঁর গালে হাত দিচ্ছেন। তাঁদের একসঙ্গে নাচতেও দেখা যায়।

শনিবারই বিয়ের পিঁড়িতে কুলদীপ

সংবাদ সংস্থা, মুসৌরি, ১০ মার্চঃ বিশ্বকাপ জেতার ৬ দিনের মধ্যে নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন কুলদীপ যাদব। সূত্রের খবর, আগামী শনিবার সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন তারকা স্পিনার। গত বছর জুন মাসে বাগদান সেরেছিলেন ছোটবেলার বান্ধবী বংশিকার সঙ্গে। বিয়ের যাবতীয় পরিকল্পনা পিছিয়ে দিয়ে বিশ্বকাপে মন দিয়েছিলেন কুলদীপ। ট্রফি জেতার পর এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি।

অনিশ্চিত রবসন, পুরনো ছকেই বেঙ্গালুরু বধ করবেন সার্জিও লোবেরা?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অন্যান্য সিজন গুলির মত এবার ও দুরন্ত ছন্দে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কেরালা ব্লাস্টার্সকে পরাজিত করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে পালতোলা নৌকো। গত দুইটি ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পাশাপাশি জগন্নাথের রাজ্যের ফুটবল ক্লাব তথা ওডিশা এফসির বিপক্ষে এসেছে সহজ জয়। এই দুই দলের বিপক্ষে মোট দশটি গোল করেছে সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। যা নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছে সকলকে। এই বিরাট বড় ব্যবধানে জয়ের সুবাদে শুধুমাত্র পয়েন্ট নয়, গোল পার্থক্যের ক্ষেত্রেও বাকিদের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। আগামী ১৪ই মার্চ সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য থাকবে শুভাশিস বসু থেকে শুরু করে জেমি ম্যাকলারেনদের। তবে কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে এই লড়াই যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানেন কোচ সার্জিও লোবেরা। তাই সবদিক নজরে রেখেই দলকে তৈরি রাখতে চাইছেন তিনি। তাছাড়া গত ম্যাচেই কলকাতা ময়দানের আরেক প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করেছে রায়ান উইলিয়ামসরা। কাজেই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে নিজেদের ঘরের মাঠে খেলতে নামবে রেনেডি সিংয়ের বেঙ্গালুরু এফসি। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ও হয়তো মাঠের বাইরে থাকতে চলেছেন রবসন রবিনহো। উল্লেখ্য, গত মহামেডান ম্যাচ থেকেই সমস্যা দেখা দেয় এই ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারের। তবে দলের স্বার্থে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পুরোটা সময়। ওডিশা ম্যাচের সাফল্য কাটিয়ে গত রবিবার থেকেই ফের প্রস্তুতি শুরু করেছে মোহনবাগান। বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে গোটা দলকে ভালো মতো ঝালিয়ে নিতে চাইছেন লোবেরা। তবে এদিনের অনুশীলনে মূলত সাইড লাইনেই সময় কাটাতে দেখা যায় রবসন রবিনহোকে। তারপর ফিরে যান ড্রেসিংরুমে। তা বাদে মূলত বল পাসিং ও পজিশনের দিকেই বাড়তি নজর দিতে দেখা যায় সকলকে। মনে করা হচ্ছে, বেঙ্গালুরু ম্যাচে ও হয়তো তাঁকে প্রথম একাদশে রাখবেন না কোচ। আসলে এখনই হয়তো তাঁকে নিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া গত ওডিশা ম্যাচে জেমি ম্যাকলারেনের পাশাপাশি যথেষ্ট নজরকাড়া পারফরম্যান্স ছিল ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজের। এছাড়াও দুরন্ত অ্যাসিস্ট করে নজর কেড়েছিলেন শুভাশিস বসু। এছাড়াও সুযোগ মতোই সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা দিমিত্রি পেত্রাতোস। মনে করা হচ্ছে সেই পরিকল্পিত ছকেই তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করতে চাইছেন লোবেরা।

আকাশপথে জট, ফ্লাইট বাতিল! এখনও কলকাতায় আটকে বিশ্বকাপের দুই টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ মার্চঃ টি-২০ বিশ্বকাপ শেষ। তবু কলকাতাতেই আটকে দু-দুটো টিম। চার্টার ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় এখনও দেশে ফিরতে পারছে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকারও। মঙ্গলবার যে বিশেষ বিমানে তাদের জোহানেসবার্গে যাওয়ার কথা ছিল, তা শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়। ফলে নতুন করে ঘনিয়ে উঠেছে অনিশ্চয়তা। শেষ পাওয়া খবরে, কোনও দলেরই এখনও পর্যন্ত নিজেদের দেশে ফেরার কোনও নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়নি। ক্রিকেটারদের নজর কখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়, সেদিকে। সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে জোহানেসবার্গে যাওয়ার জন্য একটি চার্টার ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী, দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের জোহানেসবার্গেই নামার কথা ছিল। সেখান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সদস্যরা নিজেদের গন্তব্যে রওনা দিতেন, অধিকাংশই অ্যান্টিগায়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বিমান

চলাচলের অনুমতি না মেলায় উড়ান বাতিল! আদত সমস্যার মূলে পশ্চিম এশিয়ার আকাশপথ। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনার জেরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এয়ারস্পেস বন্ধ। ফলে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের রুট বদলাতে হচ্ছে, কোথাও কোথাও পুরো ফ্লাইট বাতিল হচ্ছে। এই পরিস্থিতির জেরে ভারতে আটকে দুই ক্রিকেট দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবির কলকাতায় প্রায় আট দিন ধরে। ইডেন গার্ডেন্সে ১ মার্চ ভারতের কাছে সুপার এইট ম্যাচে পরাজয়ের পর থেকেই শহরে রয়েছে তারা। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিযান শেষ হয় ৪ মার্চ। একই মাঠে সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হয় তাদের। তারপর থেকে প্রোটিয়ারাও দেশে ফেরার জন্য কলকাতায় অপেক্ষমান। আইসিসি এবং বিসিসিআইয়ের সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে শহরে রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১২ জন ক্রিকেটার এবং ১০ জন সাপোর্ট স্টাফ। দক্ষিণ আফ্রিকার দলে ১২ জন খেলোয়াড় এবং দু’জন সহকারী। সবাই আপাতত হোটেলে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশা করছেন। চার্টার ফ্লাইট বাতিল হয়ে যাওয়ার পর কিছু ক্রিকেটার নিজেরা আলাদা করে ভ্রমণের ব্যবস্থা নিলেও তাতে লাভের লাভ হয়নি। এয়ারস্পেস ক্লিয়ারেন্স না মিললে মেঘ কাটবে না। যতক্ষণ না আকাশপথ স্বাভাবিক হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চিতভাবে কোনও ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে আইসিসি এবং ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ যৌথভাবে বিকল্প পথ খুঁজছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট যাত্রার তারিখ ঘোষণা করা হয়নি।

গুজরাত টাইটান্সের নতুন ব্যাটিং কোচ ম্যাথু হেডেন

গন্ধীনগর, ১০ মার্চঃ আইপিএল সিজন শুরুর আগে বড়সড় চমক দিল গুজরাত টাইটান্স। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন তারকা ওপেনার ম্যাথু হেডেনকে দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিয়োগ করেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। বিশ্বকাপজয়ী এই ক্রিকেটার তাঁর যুগের অন্যতম আক্রমণাত্মক ব্যাটার হিসেবে পরিচিত। কোচিং কেরিয়ারেও সাফল্য রয়েছে। এবার ময়দান আইপিএল। সামলাবেন গুজরাতের ব্যাটিং বিভাগের দায়িত্ব। নিয়োগের পর হেডেন বললেন, ‘‘ভাল ব্যাটিং চাপ তৈরি করে। কিন্তু দুর্দান্ত ব্যাটিং ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। গুজরাত টাইটান্সে এই মান-ই আমরা তৈরি করতে চাই!’’ কথাগুলো ছোট, কিন্তু মর্মটা জোরালো। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭৩ ম্যাচে ১৫ হাজারেরও বেশি রান করেছেন হেডেন। একাধিক আইসিসি ট্রফি জিতেছেন। পাওয়ারপ্লেতে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের যে ধারা আধুনিক সাদা বলের ক্রিকেটে দেখা যায়, সেই

বিবর্তনে হেডেনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আইপিএলেও পরিচিত মুখ। খেলেছেন ৩২টি ম্যাচ। গুজরাত টাইটান্সের ক্রিকেট পরিচালক বিক্রম সোলাঙ্কি এই নিয়োগ নিয়ে আশাবাদী। বলেন, ‘‘হেডেনের দৌলতে আমাদের যাত্রার একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এল। সর্বোচ্চ স্তরে তাঁর অভিজ্ঞতা ও তরুণ প্রতিভাদের গড়ে তোলার ক্ষমতা ব্যাটিং পরিচিতি তৈরিতে বড় ভূমিকা রাখবে!’’ গত মরসুমে ব্যাটিং বিভাগে কিছুটা হোঁচট খেয়েছিল গুজরাত। হেডেনের মতো অভিজ্ঞ কোচ সেই দুর্বলতা ঘুচিয়ে দিতে পারবেন কি না, সেটাই এখন দেখার।

চোটের কারণে রোনাল্ডোর চেয়ে ৩৫৭ দিন বেশি মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুটবলারদের ক্যারিয়ারে চোট অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু অনিশ্চিত এক আগন্তুক। ক্যারিয়ারের কোনো না কোনো পর্যায়ে অযাচিতভাবে চোট আসবেই। তবে চোটের এই হানা সবার জন্য সমান বিপর্যয় নিয়ে আসে না। কোনো কোনো খেলোয়াড়ের প্রতি চোট যেন একটু বেশিই নির্দয় থাকে। যেমন নেইমারের মতো তারকার ক্যারিয়ার যেখানে যাওয়া উচিত, সেখানে যেতে পারেনি শুধু চোটের কারণে। লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দীর্ঘ ক্যারিয়ারেও অপয়া চোট দুজনের প্রতি একই রকম আচরণ করেনি। মেসির চেয়ে রোনাল্ডোর প্রতি চোট কিছুটা বেশিই সদয় ছিল। ফুটবল দুনিয়ায় রোনাল্ডো অবশ্য ফিটনেসের সমার্থক। ক্যারিয়ারজুড়ে ফিটনেসের সঙ্গে কখনো আপস করেননি ‘সিআর সেভেন’। আর ফিটনেসের প্রতি এই প্রেম রোনাল্ডোকে দিয়েছেও দুই হাত ভরে। ২০০২ সালে পেশাদার ফুটবলে যাত্রা করার পর আজ ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৪৯২ দিন চোটের জন্য মাঠের বাইরে ছিলেন রোনাল্ডো। সর্বোচ্চ টানা ৭১ দিন মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। আর সব মিলিয়ে রোনাল্ডো মিস করেছেন মাত্র ৭১ ম্যাচ। চোটপ্রবণ আধুনিক ফুটবলে এই পরিসংখ্যান রীতিমতো অবিশ্বাস্য। চোটের কারণে রোনাল্ডোর টানা ম্যাচ মিসের সংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছেছে কেবল একবার। ২০০৯-১০ মরসুমে রোনাল্ডো সব মিলিয়ে মিস করেছিলেন ১৩ ম্যাচ। বর্তমানে অবশ্য চোটের কারণে বাইরে

আছেন রোনাল্ডো। তাই সামনের দিনগুলোয় ম্যাচ মিসের সংখ্যা আরও কিছু বাড়তে পারে। রোনাল্ডোর দুই মরসুম পরে ফুটবল মঞ্চে মেসির আগমন কিন্তু রোনাল্ডোর চেয়ে চোটের কারণে অনেক বেশি ভুগেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ক্যারিয়ারজুড়ে সব মিলিয়ে ৮৪৯ দিন বেশি মাঠের বাইরে ছিলেন মেসি। অর্থাৎ রোনাল্ডোর চেয়ে মেসি ৩৫৭ দিন বেশি মাঠের বাইরে ছিলেন। আর এই সময়ে মেসি ম্যাচ মিস করেছেন ১৬২টি। রোনাল্ডোর চেয়ে ৯১ ম্যাচ বেশি মিস করেছেন মেসি আর রোনাল্ডোর একবারের বিপরীতে মেসি টানা ম্যাচ মিসে দুই অঙ্ক ছুঁয়েছেন ৮ বার। ২০০৬-০৭ মরসুমে সর্বোচ্চ টানা ১৯ ম্যাচে চোট নিয়ে মাঠের বাইরে ছিলেন ইন্টার মায়ামি তারকা।

ব্রাজিল টিমে নেইমার! বিশ্বকাপের আগে শেষ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন?

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১০ মার্চঃ ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। প্রতিযোগিতাও তীব্র। এতকিছুর মধ্যে ব্রাজিলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার ফের জাতীয় দলে। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন প্রীতি ম্যাচের প্রাথমিক স্কোয়াডে তাঁর নাম উঠেছে। সামনেই বিশ্বকাপ। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাই হয়তো নেইমারের সামনে নিজেকে প্রমাণ করার শেষ শেষ সুযোগ। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর ৩৪ বছর বয়সী তারকা ফিরেছেন তাঁর ছেলেবেলার ক্লাব স্যান্টোসে। সৌদি আরব অধ্যায় শেষ করে এ বছরের শুরুতেই ব্রাজিলে পা রেখেছেন তিনি। ভেলো-র বিরুদ্ধে বেঞ্চ থেকে নেমে, তারপর নোভোরিজোন্তিনো ও ভাস্কোর বিরুদ্ধে একাদশে জায়গা পেয়ে দুই গোল ও একটি অ্যাসিস্ট মাঠে সেই পুরনো ছন্দের ঝলক! কিন্তু ধারাবাহিকতা? সেটা অবশ্য এখনও অধরা। নেইমার সমস্যায় পড়েন মিরাসোলের বিরুদ্ধে ম্যাচে। জাতীয় দলের কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি ও জাতীয় দলের পরিচালক রদ্রিগো কায়েতানোর সেই

খেলা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পেশিতে ক্লান্তির কারণে অভিজ্ঞ উইঙ্গারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। যে কারণে সরাসরি মূল্যায়নের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল বলেই মনে করছেন অনেকে। এখন কোরিন্থিয়ান্সের বিরুদ্ধে ঘরোয়া ম্যাচই একমাত্র ভরসা। ব্রাজিল কোচ অ্যান্সেলোত্তি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শুধু পুরোপুরি ফিট খেলোয়াড়রাই বিশ্বকাপের বিবেচনায় থাকবেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলের শারীরিক চাপ সামলানোর ক্ষমতা না থাকলে জায়গা নেই। মাঠে সীমিত সময় ও ফিটনেস নিয়ে ধোঁয়াশা তাই সত্যিই নেইমারের চিন্তা বাড়াবে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ব্রাজিলের জার্সিতেই হাঁটুর লিগামেন্টে গুরুতর চোট। সেই ধাক্কা কাটাতে লেগেছে অনেক মাস। জাতীয় দলে শেষ খেলেছেন সে বছরের শেষ দিকে। ১৬ মার্চ চূড়ান্ত দল ঘোষণা। তারপর ২৬ মার্চ বোস্টনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, ৩১ মার্চ অরল্যান্ডোয় ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই। ১২৮ ম্যাচে ৭৯ গোল। ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নেইমারের নাম ইতিহাসে লেখা। কিন্তু ইতিহাস দিয়ে তো বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয় না! আক্রমণভাগে ব্রাজিলের ভাণ্ডার এই মুহূর্তে পরিপূর্ণ। ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনিয়া, গাব্রিয়েল মার্টিনেলি, এন্ড্রিক, মাতেউস কুনহা-সবাই ছন্দে। তরুণ প্রজন্ম জায়গা কামড়ে ধরে রয়েছে। সেই ভিড়ে নিজেকে প্রমাণ করতে হলে নেইমারকে মাঠেই জবাব দিতে হবে। আপাতত বিশ্বকাপের স্বপ্ন বুকে নিয়ে লড়াই চলছে ঠিকই। কিন্তু এই লড়াইয়ে নেইমারের আসল প্রতিপক্ষ ফিটনেস।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com